ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-77 ■ 23 December, 2024 ■ আগরতলা ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৭ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধলাই জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন

কমিউনিস্টের শাসনকালে জনজাতিদের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি ঃ অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বিগত সরকার গোটা রাজ্যের সরকার হলেও তারা শুধুমাত্র তাদের ক্যাডারদের জন্য কাজ করতো। বলার জন্য শুধুমাত্র তারা রাজ্য সরকার ছিল। কিন্তু শুধু নিজেদের ক্যাডারদের বিষয়েই ভেবে গেছে এই সরকার। ক্যাডারদের বাইরে কোন কিছুই ভাবতে পারিনি বিগত সরকার। যার ফলে ত্রিপুরা একটি বিচ্ছিন্ন রাজ্য হিসেবে দেশের দরবারে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকারের হাত ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন এসেছে। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গকেও ছাপিয়ে গেছে। এক সময় এ রাজ্যের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় যেখানে ছিল ৯৮ হাজার টাকা, এখন তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার উপর। একেই বলে সুশাসন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সমবায় সম্মেলন- ২০২৪ উপলক্ষে ”সহকার-সে-সমৃদ্ধি” শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

অমিত শাহ একথা বলেন।

রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ২০১৭ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ৩ শতাংশেরও কম বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে ছিল। আজ এই সংখ্যাটাই ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন ৮০ শতাংশের উপর বেশি মানুষ ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাচ্ছেন। সম সংখ্যক মানুষ গ্যাসের সংযোগ পেয়েছেন। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর সমবায় ক্ষেত্রে এক নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরনার্থীদের পুনর্বাসনে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছরের বাম শাসনে ২৩ বছর ধরে ব্রু রিয়াং শরনার্থীদের সমস্যা সমাধান করা

হয় নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দীর্ঘ পুরনো সমস্যা সমাধান হয়েছে। সেই সঙ্গে শরনার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রবিবার ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে একাধিক উন্নয়নমুলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৬৮.৩৯ কোটি টাকার ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা এখানে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছরের বামফ্রন্ট শাসন দেখেছি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোলাঘাটি ও টাকারজলা উন্নয়নে ১ কোটির ঘোষণা বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। শনিবার রাতে পূর্ব রতনপুর এডিসি ভিলেজের আয়োজিত ত্রিং উৎসবে অংশ নেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বলেন, গোলাঘাটি ও টাকারজলাবাসী লোকসভা ভোটে তাঁর জয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আর পূর্বে হয়তো এত হারে কোনো সাংসদ ভোট পায় নি। ওই অনুষ্ঠানে গোলাঘাটি ও টাকারজলা বিধানসভায় উন্নয়নে এক কোটি টাকার দেওয়ার ঘোষণা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করায় বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই সহ তিপ্রা মথা সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

মন্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিস্ফোরক জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। মন্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে চলছে টাকা আর বাহুবলের খেলা। এমনটাই মন্তব্য বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর।

প্রসঙ্গত, বিজেপি’র মন্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, বিজেপি’র মন্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়েও দলের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে অভিনন্দন ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এবং তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস দল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করলেন কংগ্রেসের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

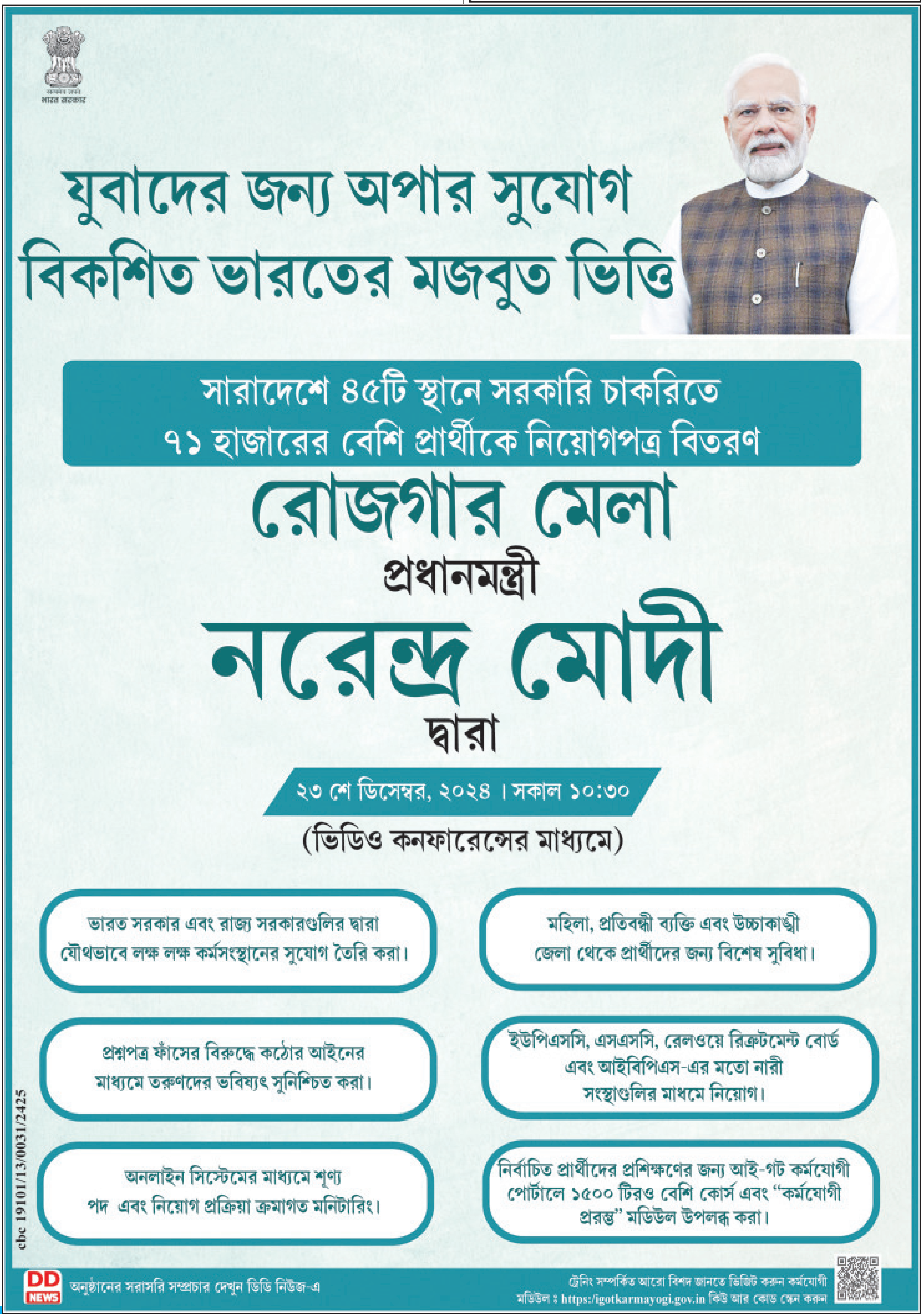

জাগরণ আগরতলা,২৩ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
৭ পৌষ, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বোতলবন্দি জলের স্বাস্থ্য গুন মিয়া সংশয়

আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ পরিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে। জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু জল মানেই পান যোগ্য নয়। অপরিশ্রুত জল পান করিলে বিপদ জীবনটাকে গ্রাস করিতে পারে। সেই কারণেই পরিশ্রুত পানীয় জল পান করা জরুরী।বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা।

গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুরে স্থানীয়দের হাতে ধৃত দুই বাংলাদেশি, হস্তান্তর পুলিশে

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুরে স্থানীয় জনতা দুই বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। ধৃত বাংলাদেশিরা সিলেট জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আজ রবিবার সোনাপুর থানার ওসি জানিয়েছেন, গতকাল (শনিবার) রাতে বারঘরিয়া থেকে কচুতলি (কচুতলিতে গত সেপ্টম্বরের আট তারিখ থেকে টানা প্রায় এক সপ্তাহজুড়ে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল) যাচ্ছিল তারা। তখন সন্দেহবশত দুই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশের সিলেটের স্থায়ী বাসিন্দা বলে স্বীকার করেছে। এখনই আটক বাংলাদেশিদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন ওসি।

ধৃতদের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, গত চার মাস আগে তাঁরা ভারতীয় মুদ্রায় নগদ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে অসমে (ভারত) প্রবেশ করেছিল। অসমে এসে তারা কচুতলিতে কিছুদিন ধরে ‘কাওয়াড়ি’র কাজ করছিল।

অসমে তাদের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা এখনও অস্পষ্ট। অবৈধ কার্যকলাপ কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে এদের কোনও যোগসাজস আছে কিনা, এ সব ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন সোনাপুর থানার ওসি।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে অসমের শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করলে মাহাবুল হক এবং সাহিনা আখতার নামের দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছিল অসম পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাদের স্বভূমি বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

কুয়েতে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা, ”গার্ড অব অনার” নরেন্দ্র মোদীকে

নয়াদিল্লি ও কুয়েত, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার দুদিনের সফরে কুয়েতে পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নরেন্দ্র মোদীকে সেদেশে ”গার্ড অব অনার” দেওয়া হলো। সেখানে এদিন আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাও জানানো হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কুয়েত সফরে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সে দেশে যাননি। ৪৩ বছর পর কুয়েতের যুবরাজ আমির শেখ মেশাল আল-আহমেদ আল-জাবের-আল-সাবাহের আমন্ত্রণে মোদী শনিবার কুয়েত যান।

জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে মহা সমারোহে পালিত সারদা দেবীর ১৭২তম জন্মতিথি

হুগলি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়ার জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে মা সারদা দেবীর ১৭২তম জন্মতিথি। রবিবার সকাল থেকেই উৎসব উপলক্ষে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে ছিল সাজো সাজো রব। ভোরে বিশেষ পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় এই উৎসব। এরপর চলে বিশেষ শোভাযাত্রা ও প্রভাতফেরি। মাতৃমন্দির থেকে শুরু হওয়া এই প্রভাতফেরি গোটা জয়রামবাটি গ্রাম পরিক্রমা করে ফের মাতৃমন্দিরেই শেষ হয়।

বাঙলা মূকাভিনয়

কাজী মশহুরুল হুদা

বাঙালির ইতিহাস, হাজার বছরের ইতিহাস। বাঙলা একটি জাতির সত্তা। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের যে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসরত বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষাগত অঞ্চলের অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। যা ব্রিটিশ চক্রান্তে অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করে। প্রাচীন বঙ্গদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ পরিচয়কে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলা হয়। যাদের ইতিহাস অন্তত চার হাজার বছর পুরান এবং এদের মাতৃভাষা বাংলা। অতএব বাঙালির জাতীয়তাবাদ বাংলার ইতিহাস এবং সেসব মানুষের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রাই বাঙালিপনা, বাঙলার অথবা বাঙালির কর্মকাণ্ড।

১৯৭১ সালে বাংলার কিছু অংশ মিলে নতুন একটি স্বাধীন বাংলার দেশ গঠিত হয়েছে। যার নাম বাংলাদেশ (একটি জাতি থেকে একটি রাজ্য বা দেশে পরিণত হয়েছে)। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হওয়ার ফলে বাঙলার ওপর ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়, যা ভারতের অধিরাজ্যের বাংলায় হিন্দুধর্মীয় প্রভাব পড়ে এবং পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্বপাকিস্তান রূপে আবির্ভূত বাংলায় (বর্তমানের বাংলাদেশ রাষ্ট্র) ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিরাজমান। সে ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রভাব ভৌগোলিকতায় সাংস্কৃতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মূল কথা হলো বাঙালির জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তি তথা নিজস্ব জাতিসত্তাকে বোঝায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের আত্মপরিচয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করায় এবং মানসিক ধারণা থেকে অনুভূতি মূলক প্রেরণার তাগিদ সৃষ্টি করে।

সময়ের পালাবদলে নাট্য, নৃত্য, সংগীতের মতো এখন প্রশ্ন উঠেছে মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রেও। বাঙালি জাতি হিসেবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মূকাভিনয়ে আমাদের নিজস্বতা রয়েছে কিনা? অথবা কেমন হওয়া উচিত আমাদের মূকাভিনয়? আমি বলি অবশ্যই নিজস্বতা রয়েছে। কারণ বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি একদিনে গড়ে ওঠেনি। হাজার বছরের মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি। যেমনভাবে গড়ে উঠেছে ফরাসি, ব্রিটিশ, চাইনিজ, জাপানিস সংস্কৃতি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মূকাভিনয় শিল্প মাধ্যম ছিল সম্পূর্ণ নতুন। মূলত এই চর্চার বাস্তব যাত্রা শুরু হয় সত্তর দশকের দিকে। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় নিজস্ব সংস্কৃতিতে মূকাভিনয়কে ‘বাঙালি মূকাভিনয়ের স্বরূপ বা স্বতন্ত্র সক্রিয়তা’ দিয়ে নির্মাণ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম, যা হবে শুধুই আমাদের অর্থাৎ বাঙালি জাতির মূকাভিনয়ের ব্র্যান্ডিং। আন্তর্জাতিকভাবে তা হবে ব্রিজিং ও সর্বোপরি হয়ে উঠবে ব্র্যাডিং। আমি তখন প্রথম উত্তর আমেরিকা মাইম ফেস্টিবলের (১৯৮৩) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করি। তখন আমার স্কেচ ছিল ‘বাঙলার রমণী’ (বেঙ্গল লেডি)। সেটি তৈরি করেছিলাম নিজস্ব ডিজাইনের ড্রেস দিয়ে। এর পর সেই প্রদর্শনী হয় কানাডার

বাঙালির ইতিহাস, হাজার বছরের ইতিহাস। বাঙলা একটি জাতির সত্তা। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভ্যাংকুভারে ওয়াল্ড এক্সপোতে। ওই প্রদর্শনীতে ইন্টারন্যাশনাল মাইম অ্যাম্বাসেডর অব বাংলাদেশ উপধিতে আমাকে সম্মানিত করা হয়। সময়টা ছিল ১৯৮৬ সালের দিকে। দেশে এখন মূকাভিনয়ের চর্চা খুবই আশাব্যঞ্জকভাবে শুরু হয়েছে। ছিন্ন ছিন্নভাবে থাকা শিল্পীরা একত্রিত হচ্ছেন বিভিন্ন প্লাটফরমে। একতাবদ্ধ হয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন তারা। এ কাজে তাদের সাধুবাদ জানাই। তাদের বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে এবং আলোচনা শুনে মনে হলো আমাদের মূকাভিনয়ের একটা নিজস্বতা থাকা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কিছু করা জরুরি। নতুনদের জন্য যা হবে দিকনির্দর্শনা ও পথের সন্ধান। ‘বাঙালি মূকাভিনয় বা বেঙ্গল মাইম’ সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আমার এ লেখা।

আমরা সবাই জানি ‘মূকাভিনয় একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম’, যা নির্মিত হয়েছে নৃত্যশিল্প ও নাট্যশিল্পের বর্ডার লাইনের অবয়বে। মনের ভাব দৈহিক ভাষায় ছন্দময়তা ও অভিনয়ের আলোকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম এটি। সেখানে না থাকবে নৃত্যের, না থাকবে নাট্যের ধারা। থাকবে শুধু মূকাভিনয়ের নিজস্ব ধারা। মূকাভিনয়ের রয়েছে নিজস্ব ফর্ম, স্টাইল ও টেকনিক, যা চিরন্তন বা ইউনিভার্সেল। কিন্তু স্থান, কাল পাত্রভেদে জীবনযাত্রা ভিন্নতর দেখা যায়। আমাদের চাল-বলন, বসন, চলন ইত্যাদির জীবন প্রণালি বা জীবনযাত্রা অন্য জাতি থেকে আলাদা। পোশাক- পরিচ্ছদে, রীতিনীতিতে, চলন-বলনে, খাওয়া-দাওয়ায় ইউরোপিয়ান অথবা চাইনিজ বা জাপানিজ থেকে ভিন্নতর। এই ভিন্নতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্টাইলের পরিবর্তন রয়েছে। নতুন নতুন টেকনিকের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ফর্মের ক্ষেত্রে সবই সমান। অনুভূতির প্রকাশ সর্বকালে সবার মাঝে সমান। দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদির বহির্পকাশ সব জাতির কাছেই এক রকম। মানুষের অনুভূতি প্রকাশে ভিন্ন জাতির কাছে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা বলে থাকি ফরাসি মাইম, ব্রিটিশ মাইম, আমেরিকান মাইম ইত্যাদি। এমনটি বলার কারণ এগুলো সব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা জীবনযাত্রার প্ররিস্ফুটন। যেহেতু বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, তাই আমাদেরও একটি ভিন্ন দর্শন থাকা জরুরি। গ্রাম-বাংলার জীবনযাত্রা আবহমান কালের। বাঙালির মূকাভিনয়ে এর চিত্র তুলে ধরতে পারলেই অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সময় এসেছে বাঙালি মূকাভিনয়কে সুস্পস্টভাবে দাঁড় করানোর। এটি করতেই হবে। আমাদের নির্ণয় করতে হবে ‘বাংলার মূকাভিনয় দর্শন’। আমি দেখেছি আমাদের তরুণ শিল্পীদের অনেকেই ভিনদেশিদের ধারায় আক্রান্ত। এর কারণ যদিও আমরা। আমরা এত বছরেও নিজেদের ধারা তৈরি করতে পরিনি। তাই এই বাংলায় পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লাগার পূর্বে বাঙালি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধারায় ফিরে আসতে হবে। যে সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠার গল্প আছে, জীবনযাত্রার ছবি আছে তার আলোকেই আমাদের মূকাভিনয় ধরণ নির্ণয় করতে হবে। ওটাই হবে বাঙলা মূকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, ঐহিত্য ও স্বরূপ। এ ক্ষেত্রে শহরকে বেছে নিলে চলবে না। আমাদের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাই আমাদের সংস্কৃতি। ভাষা, রাজনৈতিক, সামাজিকতা, কৃষ্টিতে বাঙালিআনা থাকতে হবে। চলন-বলন, কথন সব ক্ষেত্রেই এসব উপকরণ অবলম্বন করে মূকাভিনয় ফর্মে, স্টাইলে এবং টেকনিকে আমাদের জীবন প্রণালি ফুটিয়ে তুলতে হবে, যা হবে বাঙালির মূকাভিনয়। যাকে আমরা বলব ‘বাঙলার মূকাভিনয় বা বেঙ্গলি মাইম’। আমি বাঙালি মূকাভিনয়ের ওপর সিরিজ ভিডিও নির্মাণের পরিকল্পনা করছি। যাতে হাতে-কলমে চর্চার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আশা রাখি।

মূকাভিনয়ের প্রধান উপাদান হলো দেহ এবং মনকেন্দ্র করে। ফর্ম, স্টাইল ও টেকনিকের ব্যবহার হয় দেহের মাধ্যমে এবং মনের দ্বারা। দেহের ভাব ভঙিমার মাধ্যমে প্রকাশ পায় গল্প, স্কেচ ও বিষয়বস্তু। চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে উপস্থাপনার মাধ্যমে। জাতীয়তাবাদের তত্ত্বের উপায়ও আসে চিন্তাধারার মাধ্যমে। আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই প্রকাশ পাবে বাঙালির মাইম। যেমন- আমার দেশের মাছ ধরার কৌশল, মাঝিমাল্লাদের দাঁড়টানার চিত্র, কৃষক, কৃষি ও প্রকৃতি, গ্রামীণ নারীর চালচিত্রই আমাদের সম্পদ, যা অন্য জাতির থেকে আলাদা ও ভিন্নতর। সেগুলোই হবে আমাদের মূকাভিনয়ের অবলম্বন।

সমাজ থেকে কি মধ্যবিত্ত হারিয়ে যাচ্ছে?

প্রবীর মজুমদার

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সমাজে নতুন কিছু নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষের সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান এবং অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সমাজে একদিকে যেমন রয়েছে উচ্চবিত্ত, ঠিক অন্যদিকে রয়েছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি।

এ দেশের মধ্যবিত্ত কারা? এ দেশে এই প্রশ্নের উত্তর বহুদিন ধরেই ফয়সালা হয়নি। সরকাজ্রির বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে ‘মধ্যবিত্ত’দের সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেসব সংজ্ঞা ত্রুটিমুক্ত নয়। অর্থনীতি যেহেতু আমার বিষয় নয়, তাই আমার বাস্তবিক জ্ঞান থেকে আমি আমার এই লেখায় মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা ‘মধ্যবিত্ত’ বলতে সাধারত বুঝি, যারা কিছুটা বা ক্ষেত্রবিশেষে খানিকটা শিক্ষিত, মাঝারি বা স্বপ্ন বেতনের চাকরি অথবা ব্যবস্থা করে অথবা চাকরি থেকে অবসরে গিয়ে পেনশনের টাকাগুলো দিয়ে বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থাপন্ন মানুষ আমাদের সমাজে সংখ্যায় যদিও অনেক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রম অবহেলিত। সাম্পতিক সময়ে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এদের জীবনকে শুধু জদীবিকার ক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেনি, বরং এদের অনেক সামাজিক লাইফস্টাইলকে বিপন্ন করছে। বিষয়টিকে এত হেলাফেলা করে দেখার কিছু নেই। কারণ মধ্যবিত্তদের ব্যবহারিক জীবনযাপন রাষ্ট্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করে।

‘মধ্যবিত’ শব্দটি শুধু মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে না, বরং মধ্যবিত্ত একটা সমস্কৃতিকে প্রকাশ করে। মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে ইউরোপের বেনেসাঁর জন্ম হয়েছিল। উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও ছিল মধ্যবিত্তদের নেতৃত্ব আর মনস্তত্ত্ব। বর্তমানে এ দেশের মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক চেতনা বা আন্দোলনের শক্তি অত জোরদার না হলেও, সামাজিক সংস্কৃতিতে তারা কিন্তু কখনই পিছিয়ে ছিল না। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমনে, বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য বদ্ধিতে সবচেয়ে দুশিচন্তায় আর ঝুঁকিতে মধ্যবিত্তরাই। দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য নিয়ে মারাত্মক আর আলোচনা আর সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে বা ভবিষ্যতেক আরও হবে, যার সুফল দেশের দরিদ্র মানুষ পেলেও মধ্যবিত্তরা খুব একটা পাবে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশের সরকাররা সাধারণত খুব একটা জনকল্যাণমূলক সরকার হয় না। হলেও তাদের গৃহীত স্কিমগুলো বড় জোর দরিদ্র শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ভারতের বাস্তবাতায় অন্যদিকাল থেকে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিণ মানুষের অস্তিত্ব দেখা গেছে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝখানে সবচেয়ে নিষ্পেষিত শ্রেণি হচ্ছে মধ্যবিত্ত। কারণষ তাদের অবস্থান না উচ্চবিত্তের কাতারে না নিম্নবিত্তির কাতারে। তারা একদিকে যেমন জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি পর্যায়ের নীচে নামতে পারে না, ঠিক তেমনি প্রয়োজদনের তাগিদে উচ্চবিত্তের মতো অর্থ খরচ করতে পারে না। ফলে বর্থমান বাস্তবতায় এই শ্রেণির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, কেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা বর্তমান লেখায় অবতারণা করা হয়েছে?

বিশ্বব্যাপী মন্দা পরবর্তী অর্থনৈতিক অচলাবস্থা অন্যান্য দেশের মতো ভারতের মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি এভং ভোজ্যতেলের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে সরকার। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সরকারের তরফ থেকে সরকার একদিকে যেমন সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার কমিয়েছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন স্ল্যাবে সঞ্চয়পত্রে মুনাফাকে ভাগ করার ফলে সঞ্চয়পত্রে মুনাফা কমে গেছে। ফলে, আগের চেয়ে অনেকের আর কমে গেছে। করোনাকালীন এবং করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়েই

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সমাজে নতুন কিছু নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষের সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান এবং অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সমাজে একদিকে যেমন রয়েছে উচ্চবিত্ত, ঠিক অন্যদিকে রয়েছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি।

অনেক কর্মচারী ছাঁটাই করেছে। এর মূলত সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাদের এখ অংশের যেমন কাজ নেই, ঠিক তেমনি সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর নির্ভরশীল অংশের সঞ্চয়পত্র থেকে আয় কমে গেছে। ফলে জীবন নির্বাহ করা তাদের জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই শ্রেণির মানুষের আবার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রকট। ফলে, তারা একটি পর্যায়ের নীচে কাজ করতে পারে না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তারা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে।

কোনোভাবেই বাজারে দ্রব্যমূল্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষে। এই শ্রেণির মানুষ জীবনযাপন করতে হিমসিম খাচ্ছে। মূলত এই শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ বিভিন্ন বেসরকারি অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে আবার একটি বড় অংশ তাদের অনেক কষ্টার্জিত সঞ্চায় দিয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে সেই মুনাফা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু মন্দার প্রভাব মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে

এই পরিস্থিতিতে যে বিষয়টি সবার মধ্যে আলোচিত হচ্ছে সেটি হল, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কি তাহলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে? এর অর্থ এই ন যে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই শুধু কষ্টে আছে।ঃয সমাজের সব শ্রেণির মানুষই একটি খারাপ সময়ের মধ্যে দিনযাপন করছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে। নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে এই কারণে যে তারা একটি অবস্থার নীচে নিজেদের নিয়ে যেতে পারে না। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশিরভাগ মানুষ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তে পরিণত হচ্ছে। তারা বাধ্য হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে যে কোনও ধরনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে। এই অবস্থা চলতে থাকলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের কর্মসংস্থানের ওপর। বর্তমানে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত অনেকটাই বিভ্রান্ত। তারা টিকে থাকার জন্য সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সমাজে মতামত তৈরি ও নৈতিক সমাজ গঠনে আগের মতো আর অবদান রাখতে পারছে না মধ্যবিত্ত শ্রেণি। করোনাকালে মধ্যবিত্তের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের ইচ্ছে পূরণের জায়গাগুলো ধীরে ধীরে সংকোচিত হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব। নানা সমস্যা সংকটে তাদের মৌলিক চাহিদা ও স্বপ্ন প্রতিনিয়ত মাঠে মারা যাচ্ছে। যারা হয়ে পড়ছে হতাশাগ্রস্ত জিশেহারা। ছোট হয়ে যাচ্ছে তাদের মনও। কেবল অর্থনৈতিক কারণে অনেক পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। শারীরিক নির্যাতন, হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। যার সরল কথা হচ্ছে গরিবের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা এখন ভর করেছে মধ্যবিত্তের ওপর। করোনার সময়ে জীবনযাত্রার মান নেমে যাওয়ার মধ্যবিত্ত এখন নিজের পতন নিজেই দেখছে আর হতাশ হচ্ছে। মূলত মধ্যবিত্তের জীবন এখন হতাশার মোড়কে মোড়া। কেউ চাকরি হারিয়েছেন, কেউ হারিয়েছে। ব্যবসা। কেউ আবার সঞ্চয় ভেঙে সংসার চালাচ্ছেন। মধ্যবিত্তের সংকট সমস্যা টানাপোড়েন যেভাবেই বলি বা ব্যাখ্যা দিই না কেন, এটা আর্থ - সামাজিক ও পারিবারিক। তবে মূল সংকট হচ্ছে অর্থনৈতিক। প্রশ্ন উঠতে পারে, মধ্যবিত্তের এই অবস্থার জন্য দাযী কে? কেবল কি করোনা মহামারি? নিজেরে ভুল ও উচ্চাভিলাষ তো আছেই। পাশাপাশি সমাজ রাষ্ট্র ও সরকার এই দায় এড়াতে পারে না। সমাজে মধ্যবিত্ত এমন একটি শ্রেণি-যারা সীমিত আয়ের মানুষ। অথচ জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ার সংসার চালাতে তারা হিমসিম খাচ্ছে। নিত্যপণ্য থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ খরচের ক্রমাণত বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তের অবস্থা বড়ই করুণ। এই কঠিন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে স্বভাবতই সবারক মধ্যে যে প্রশ্নটি আলোচিত হচ্ছে সেটি হল দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব কি তাহলে হুমকির সম্মুখীন? এই পরিস্থিতি যদ্রিদ দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলতে থাকে তাহলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তে পরিণত হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

কিউ আর কোড স্ক্যান করে মিলবে পৌষমেলার হালহকিকত

শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : কিউ আর কোড স্ক্যান করে মিলবে পৌষমেলার হালহকিকত। পৌষমেলার জন্য কিউ আর কোড প্রকাশ করছে জেলা পুলিশ। যে কোন সমস্যায় তৎক্ষণাৎ কিউ আর কোড স্ক্যান করে পেয়ে যাবেন মেলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। এ বার মেলায় স্টলের বুকিং হচ্ছে অনলাইনে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সেই কারণে ধীর গতিতে চলছে বরাদ্দের প্রক্রিয়া। কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে এই বিলম্ব হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় , এ বছর পৌষ মেলায় কড়া নিরাপত্তা থাকবে।মেলায় বসানো থাকবে ৩০০ সিসিটিভি ক্যামেরা, ২ হাজার পুলিশ, ১২টি এন্টি ক্রাইম টিম , নিরাপত্তা দেখার জন্য একটি বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা এবং পুলিশ প্রশাসন। এছাড়াও মেলায় পর্যাপ্ত পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা করছে পুরসভা।একই সঙ্গে মেলার মাঠে কন্টোলরুম, ওয়াচ টাওয়ার, সিসি ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে।সম্ভাব্য ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এই মেলায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ করছে জেলা পুলিশ-প্রশাসন। বিশেষ করে মেলায় আসা পর্যটক ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও খামতি রাখতে চায় না প্রশাসন। শুক্রবার মেলার মাঠ পরিদর্শনে আসেন জেলার পুলিশ সুপার। তাঁর আগে এ দিন সকালে মাঠ ঘুরে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায় ও এসডিপিও রিকি আগারওয়াল। তবে এবারই প্রথম মেলার মাঠ সহ শান্তিনিকেতন ও বোলপুর শহর জুড়ে কিউ আর কোড লাগাচ্ছেন জেলা পুলিশ। কি থাকবে কিউ আর কোড স্ক্যানে ?

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোবাইল থেকে কিউ আর কোড করলেই মিলবে পৌষ মেলা ম্যাপ, মেলার কোথাও কোথাও সুলভ শৌচাগার আছে তার হদিশ।

আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য স্টল, মেলার জন্য পার্কিং ব্যবস্থা, নিরাপত্তা অফিস। এছাড়াও কিউ আর কোড স্ক্যান করে যে কোন ধরনের অভিযোগ করতে পারবে মেলায় আসা পর্যটকরা।মাঠে থাকবে মানচিত্র, যা মানুষজনকে পথ চেনাবে।রবিবার ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) সকালে ছাতিমতলায় পৌষ মেলার সূচনা হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার স্মরণে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। ঐতিহ্য মেনে আচার পালন করা হবে। মেলায় হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। ২০১৯ সালে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং বিশ্বভারতীর আয়োজনে পূর্বপল্লির মাঠে শেষ বার হয়েছিল পৌষ মেলা। ২০২০ সালে অতিমারির কারণে মেলা হয়নি। ২০২১ এবং ২০২২ সালে মেলা করেনি বিশ্বভারতী। তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ওই দু'বছরই বোলপুর ডাকবাংলো ও স্টেডিয়াম মাঠে হয়েছিল বিকল্প পৌষ মেলা। গত বছর বিদ্যুতের মেয়াদ শেষ হয়।

তার পরে পূর্বপল্লির মেলার মাঠে ফিরে আসে পৌষ মেলা। তবে গত বারও সেই মেলার আয়োজন করেনি বিশ্বভারতী। শর্তসাপেক্ষে জেলা প্রশাসনকে মেলা করার জন্য পূর্বপল্লির মাঠ দিয়েছিল বিশ্বভারতী। ভার্চুয়ালি সেই মেলার উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার বিশ্বভারতীর উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে পৌষ মেলা।

ব্যবসায়ীর নাবালিকা কন্যাকে অপহরণে জড়িত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই, চাঞ্চল্য মালদায়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে সাত বছরের এক নাবালিকা কন্যাকে অপহরণের ঘটনায় উঠে এলো বিস্ফোরক তথ্য। ধৃত দুই অপহরণকারী মনসুর আলম ও এজাজ আহমেদ শিশুটির বাবা শেখ রাজুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুত্বের আড়ালে অর্থের প্রয়োজনে তারা এই নৃশংস পরিকল্পনা করেছে বলে রবিবার পুলিশি জেরায় তারা জানায়। শনিবার, হরিশ্চন্দ্রপুরের সালালপুর এলাকায় শেখ রাজুর মেয়েকে বাড়ির সামনে থেকে বাইকে তুলে নিয়ে যায় দুই অপহরণকারী। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে। অপহরণের পর মুক্তিপণের জন্য ফোন আসে শেখ রাজুর বাড়িতে। এই সূত্র ধরে পুলিশ উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার টুঙ্গিদিঘী চেকপোস্টে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণকারীদের পরিকল্পনা ছিল নতুন ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন ব্যাংকে লোনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর তারা মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে শেখ রাজুর মেয়েকে অপহরণ করে। উদ্ধার অভিযানের সময় পুলিশকে দেখে তারা শিশুটিকে মোটরবাইক থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এতে শিশুটি মাথা ও পায়ে আঘাত পায়। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ক্লোরোফর্ম, ও মুখ বাঁধার টেপ উদ্ধার করেছে। এদিন তাদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

মনসুর আলম, পেশায় মৌরিল, শেখ রাজুর জমিজমার কাজ দেখভাল করতেন। অপর অভিযুক্ত এজাজ আহমেদ একজন ওষুধ ব্যবসায়ী, যার দোকান থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতেন শেখ রাজু। এই দুই বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত পরিবারের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও। শেখ রাজু বলেন, 'বন্ধুরা যদি টাকা চাইতো, আমি নিজেই তাদের সাহায্য করতাম। তাদের এই আচরণ অকল্পনীয়।' তিনি দুই বন্ধুর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাটি মালদা জেলাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে।

শান্তিনিকেতনে শুরু হতে চলেছে শতাব্দী প্রাচীন পৌষমেলা

শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): চার বছরের বিরতির পর শান্তিনিকেতনে আবার আয়োজিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। রবিবার রাতে গৌর প্রাঙ্গণে বৈতালিক পরিবেশনা এবং শান্তিনিকেতন গৃহে সানাইয়ের সুরের মাধ্যমে এই পৌষমেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। মেলার আয়োজনে যৌথভাবে কাজ করছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং জেলা প্রশাসন।

জেলার পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় হস্তশিল্পী এবং বোলপুরের ব্যবসায়ী সমিতি মেলার আয়োজন সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করতে এবং মেলা চলাকালীন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন কড়া নজরদারি এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেন জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ কয়েক বছর পর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা মেলার আয়োজন করছি। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং প্রশাসন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আয়োজন করছে।'

বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের মেলায় পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার পাশাপাশি চিরাচরিত লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানও থাকছে। বাউল, ফকির, ভাদু, টুসু, কীর্তন এবং আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিবেশনা মেলার মূল আকর্ষণ। এর পাশাপাশি, বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের আবাসিকদের বিশেষ পরিবেশনা থাকবে।

পৌষমেলার এই আয়োজন শুধু শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করবে না, বরং দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের মনেও স্মরণীয় করে রাখবে।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর দয়াপুরে হাইলাকান্দির হোমগার্ডদের অ্যাসেসমেন্ট

হাইলাকান্দি (অসম) ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের অ্যাসেসমেন্ট আগামী ২৬ ডিসেম্বর কাছাড় জেলার অন্তর্গত দয়াপুরে অবস্থিত ডিটিসি হোমগার্ড প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

দয়াপুরে অনুষ্ঠেয় ২৬ ডিসেম্বরের অ্যাসেসমেন্ট শিবিরে সকাল আটটায় হাইলাকান্দি জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের উপস্থিত থাকতে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে বলেছেন হোমগার্ড বাহিনীর শিলচরের ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডেন্ট। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যাসেসমেন্ট শিবিরে প্যাট এবং মেডিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট-এর জন্য হোম গার্ড স্বেচ্ছাসেবকদের প্যান কার্ড, আধার কার্ড, কারেক্টার সার্টিফিকেট সহ সব ডকুমেন্টের অরিজিনাল নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। হাইলাকান্দির জেলাশাসকের কাছে শিলচরের হোম গার্ড বাহিনীর ডিস্ট্রিক কমান্ডেন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

কলকাতা বন্দর এলাকায় পোর্টাথন ২-০ দৌড়ের সূচনায় মেয়র, পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্দর পরিচালিত হয়েছে এই কলকাতা শহরেই। নগর বাসীর কাছে সেই স্মৃতি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে এই উদ্যোগ - পোর্টাথন। এই নিয়ে এমনতর উদ্যোগের এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। মূলত কলকাতা বন্দর এলাকায়। খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলের সামনে থেকে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। উভয়েই ৭ কিলোমিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা ও বর্তমান সাংসদ ইউসুফ পাঠান উপস্থিত ছিলেন ও প্রতিযোগীদের দৌড়াতে উৎসাহ দেন। এছাড়াও ১৪ কিমি দৌড়ের ইভেন্ট ছিল। উল্লেখ্য ২১ কিমি দীর্ঘ হাফ ম্যারাথন এই বছর চালু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত দীর্ঘ ৪.৪ কিমি বাঁক নিয়ে দৌড়ে গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভার হয়ে বাস্কেল ব্রিজ তথা নজরুল সেতু ছুঁয়ে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ তথা বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে শীতের সকালে দৌড়লেন একাধিক প্রতিযোগী। নিষিদ্ধ পল্লীর শিশুরা এবং প্যারা অলিম্পিয়ান ও শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমরা যোগদান করে। স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠরতাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল। মহিলাদের একাধিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই দৌড় প্রতিযোগিতায় হাজিরা দাগ কেটেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের নজরকাড়া উপস্থিতি চোখে পড়ে। মহানাগরিক কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিমের এ উদ্যোগ। পরিশেষে, সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

চিড়িয়াখানায় শিশু কিশোর সহ বড়দের ভিড় বাড়ছে

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): শীত মানেই চিড়িয়াখানায় ভিড়। রবিবার ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে এদিন ছুটিকে হাতে নিয়েই সপরিবারে ভ্রমণের আনন্দে আলিপুরে নজর কাড়া ভিড় হয়েছে। ৫৯,১৭৩ জন ও প্রায় ৯,০০০ যাত্রী সাথী অনলাইনে দর্শক প্রত্যক্ষ করেছেন বন্য প্রাণ তথা জীব জন্তু। অর্থাৎ মোট প্রায় ৬৮,১৭৩ - এই পরিসংখ্যান দিনের শেষেই রেকর্ড করা হয়েছে। আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন্সে কর্তৃপক্ষের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৫, ৯৫৬ জন দর্শক সাধারণের চিড়িয়াখানায় পরিদর্শনের তথ্য রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফেও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌমেন মন্ডল এই তথ্য পরিবেশন করেন। যদিও ব্যতিক্রম অনলাইনের পরিসংখ্যান যুক্ত করা হয় নি এবং তা বাদ দিয়েই। প্রসঙ্গত চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে শীতের আগমনী বার্তা পৌঁছতে এই শহরে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৪০ হাজারের কাছাকাছি ছিল ওই পরিসংখ্যান।

অজ্ঞাত কারণে বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করে আত্মঘাতী যুবক

রাজগড়, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : রবিবার বিকেলে মধ্যপ্রদেশের অজ্ঞাত কারণে বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করে আত্মঘাতী এক যুবক। পুলিশ আধিকারিক জানান ,রাজগড় কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ঝাঁঝাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা ললিত তানওয়ার (১৮) রবিবার বিকেলে অজ্ঞাত কারণে বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পর সেখানে চিকিৎসাধীন। কী পরিস্থিতিতে ওই যুবক বিষাক্ত দ্রব্য খেয়েছেন তাঁর প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাঁশের সাঁকো ভেঙে বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন কয়েকজন

মালদা, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): পুরাতন মালদা পৌরসভার মৌলপুর এবং মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঙ্গা গ্রামের সংযোগকারী বাঁশের সাঁকোটি রবিবার দুপুরে ভেঙে পড়ে, যার ফলে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাঁকো ভেঙে পড়ার সময় উপস্থিত কয়েকজন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

জানা গেছে, বেহুলা নদীর উপর থাকা এই বাঁশের সাঁকোটি ২০১৬ সালে মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল। এটি মূলত ঘোর বর্ষার সময় বাদে অন্যান্য সময়ে নদীর দু'পাড়ের মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল। তবে আট বছর ধরে সাঁকোটির তেমন কোনো বড় মেরামতি হয়নি। ফলস্বরূপ, এটি ভগ্নদশায় পরিণত হয় এবং বিপজ্জনক অবস্থাতেই হাজারো মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটি দিয়ে যাতায়াত করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই নদীর উপর একটি স্থায়ী পাকা ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। রবিবার দুপুরে সাঁকোটি ভেঙে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানান, সাঁকো ভেঙে যাওয়ার ফলে ওই অঞ্চলে যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এটি এলাকাবাসীর জন্য বিপুল সমস্যার কারণ হবে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন জানান, সাঁকোটি ভেঙে পড়ার আগে থেকেই এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। মাত্র দু'দিন আগেই এক ব্যক্তি মোটরসাইকেল নিয়ে সাঁকো পার হওয়ার সময় পড়ে যান। যদিও তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর বাইকটি নদীতে ডুবে যায়।

স্থানীয়দের কাতর আবেদন, দ্রুত একটি পাকা ব্রিজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হোক। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত সাঁকো সংস্কারের বা স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি।

দার্জিলিংয়ে নতুন রাজনৈতিক দল ''ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট''-এর আত্মপ্রকাশ

দার্জিলিং, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): পাহাড়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে রবিবার দার্জিলিংয়ের জিমখানা ক্লাবে ''ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট'' (জ্জওজ্মাচ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অজয় এডওয়ার্ড, যিনি পূর্বে হামরো পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

নতুন এই দলে আরও যোগ দিয়েছেন এনবি খাওয়াস, প্রদীপ প্রধান, মহেন্দ্র ছেত্রীসহ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ, ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-নেত্রী।

২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর অজয় এডওয়ার্ড জিএনএলএফ ছেড়ে হামরো পার্টি গঠন করেছিলেন এবং ২০২২ সালে দার্জিলিং পুরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে দলটি ভেঙে যায় এবং আজ নতুন দলের সূচনা হলো।

নতুন দলের লক্ষ্য হিসেবে পাহাড়ের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়া আসন্ন কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক পুরসভার ভোট এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাও তাদের উদ্দেশ্য।

দলের প্রতিষ্ঠাতা অজয় এডওয়ার্ড বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য পাহাড়ের মানুষের উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করবো।'

নতুন এই দলের আত্মপ্রকাশ পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনে জ্জওজ্মাচ-এর কার্যক্রম এবং তাদের প্রভাব পাহাড়ের রাজনীতিতে কেমন হবে, তা সময়ই বলবে।

দক্ষিণ হাইলাকান্দি ব্লক কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলা

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত মণিপুরে অবস্থিত দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ের সদ্ভাবনা মণ্ডপে আগামী মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলার সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বিভাগের কর্মসূচি ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও''-এর আওতায় এই মেলা মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে।

২০২৫ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের সূচী

বুয়েনস আইরেস, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব পার হওয়া তেমন কঠিন কিছু নয় আর্জেন্টিনার কাছে। বাকি ম্যাচগুলো খেলার জন্য ২০২৫ সালের মার্চে মাঠে নামবে লিওনেল স্ক্যালোনির দল। আগামী বছরের ২১ মার্চ থেকে শুরু হবে আর্জেন্টিনার বাছাই পর্বের পরিক্রমা। সেই দিন বাছাই পর্বের দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা শক্তিশালী উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। ৪ দিন পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ নিজেদের মাঠে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে নামবেন মেসিরা।এরপর থাকছে দীর্ঘ বিরতি। ৫ জুন, ১০ জুন ও ১৫ সেপ্টেম্বরে থাকছে বাছাই পর্বের ম্যাচ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। তবে এর বাইরে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। তবে এখনও তেমন কোনও সূচী নির্ধারিত হয়নি।

২০২৫ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব সূচী:

**২১ মার্চ (শুক্রবার) উরুগুয়ে-আর্জেন্টিনা

**২৬ মার্চ (বুধবার) আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল

**৫ জুন (বৃহস্পতিবার) চিলি-আর্জেন্টিনা

**১০ জুন (মঙ্গলবার) আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া

**১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা

**১৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) ইকুয়েডর-আর্জেন্টিনা।

স্মৃতি মান্ধানা মহিলাদের ক্রিকেটে এক বছরে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড ভাঙলেন

ভাদোদরা, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : রবিবার ভাদোদরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ভারতের টপ-অর্ডার ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা মহিলাদের ক্রিকেট ইতিহাসে এক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড ভেঙেছেন।

স্মৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ওলভার্ডকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি এই বছর ৩৪ ম্যাচে ৫১.৩৮ গড়ে ১৫৯৩ রান করেছিলেন।

মাইল ফলক পেতে তিনি ৩৬টি ম্যাচ নিয়েছিলেন, এই বছর তাঁর সর্বোচ্চ স্কোরটি জুনে চেন্নাইয়ে একমাত্র টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৪৯ রান। ভারত প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে জয় পেয়েছে।

২৮ বছর বয়সী এই রেকর্ডটি আরও ভাল করার দুটি সুযোগ পাবে। কারণ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের আরও দুটি ওডিআই খেলা বাকি রয়েছে।

দল ঘোষণা, বেন স্টোকস চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে বাদ

লন্ডন, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস আগামী বছরে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি একদিনের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট এবং তাঁর আগের সাদা বলে ভারত সফর থেকে বাদ পড়েছেন , রবিবার টিম ম্যানেজমেন্ট দল ঘোষণা করেছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে হ্যামিল্টনে তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে ইংল্যান্ডের পরাজয়ের সময় বাঁদিকের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় তারকা অলরাউন্ডারকে কোনও দায়িত্বের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। এদিকে দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটসম্যান জো রুট, ভারতে ২০২৩ বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো ওডিআই দলে ফিরেছেন। আর অধিনায়ক থাকবেন বাটলার।

ভারত সফর এবং পাকিস্তানে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ইংল্যান্ড ওডিআই স্কোয়াড:জস বাটলার (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), জোফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট (উইকেট কিপার), মার্ক উড।ভারত সফরের জন্য ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড:জস বাটলার (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট (উইকেট কিপার), মার্ক উড।

ক্যানিং থেকে গ্রেফতার সন্দেহভাজন কাশ্মীরি জঙ্গি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীর এসটিএফ এবং বেঙ্গল পুলিশের যৌথ অভিযানে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং হাসপাতাল মোড় এলাকা থেকে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম জাভেদ মুন্সি এবং সে মূলত কাশ্মীরের শ্রীনগরের বাসিন্দা। তিনি সন্ত্রাসী সংগঠন তেহরিক-উল-মুজাহিদিনের সদস্য বলে অভিযোগ রয়েছে। জাভেদ ক্যানিং হাসপাতাল মোড় এলাকায় এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জাভেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

রবিবার আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

ডায়েটে এই খাবারগুলি নিয়মিত থাকলে রোজ সকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের কষ্ট থেকে মুক্তি

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দিনের সূত্রপাত তিতকুটে হয়ে যায়, যদি সকালে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা বিপাকে ফেলে বয়স নির্বিশেষে। বেশি পরিমাণে জাঙ্ক ফুড খাওয়া ও দরকারের তুলনায় অতিরিক্ত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ওষুধপত্র ছাড়া শুধু কিছু খাবারেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে নিয়মিত রাখুন কিউয়ি। ফাইবার ও প্রচুর ভিটামিন থাকায় পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এই ফল। কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু।

কমলালেবুতে আছে ভিটামিন সি। এছাড়াও এই ফলে আছে নারিনজেনিন। এই ফ্ল্যাভোনয়েড কাজ করে ল্যাক্সাটাইভ হিসেবে। তাই শীতে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে রাখুন কমলালেবু। প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে।

প্রচুর ফাইবার আছে কলায়। কোকাঠিন্য দূর করতে কলার মত উপযোগী জিনিস খুব কমই আছে। বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। বেরিজাতীয় যে কোনও ফল উপকারী কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায়। আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন।

আখরোটে আছে প্রচুর ফাইবার, প্রোটিন এবং হৃদযন্ত্রের প্রতি উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ। আখরোটের ম্যাগনেসিয়াম আমাদের যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের জন্য ভাল। তাই ড্রাইফ্রুটের মধ্যে আখরোট অবশ্যই খাবেন। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। পালংশাক, লাউয়ের মতো শাকসব্জিতে আছে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই দুই উপাদান কোলনের সংক্রমণ আটকে রাখে। পটাশিয়াম আমাদের শরীরের ফ্লুইডের ভারসাম্য এবং পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

ঝাল খেলে চর্বি কমবে একথা পুরোপুরি ঠিক নয়

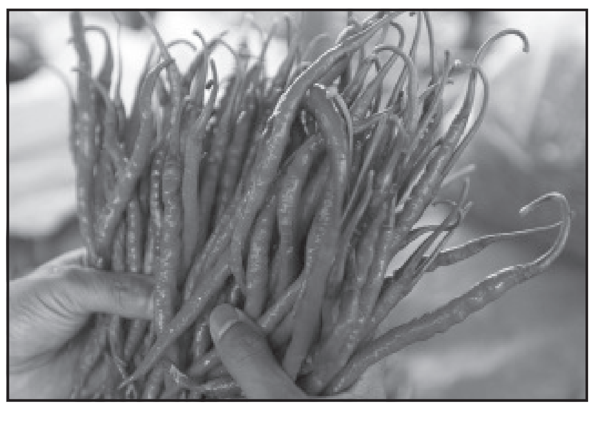

অতিরিক্ত মসলাদার খাবার ক্ষতিকর। অন্যদিকে ঝাল খাবার বিপাক বাড়ায়।

আর ঝাল খাবার খেয়ে বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে যারা ভাবছেন দেহের চর্বি গলানোর প্রক্রিয়া দ্রুত করছেন, তাদের জন্য খবর হল এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 'মেডিকেল নিউজ টুডে'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ জিলিয়ান কুবালা বলেন, ''মরিচে রয়েছে ক্যাপসেসিন, যে কারণে ঝাল অনুভূত হয়।'' ''এই উপাদান দেহের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া বাড়ায় ঠিকই তবে তা যখন সম্পূরক যৌগ বা 'কনসানট্রেটেড সাপ্লিমেন্ট' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।'' তিনি আরও বলেন, ''রান্না করা খাবারে যে পরিমাণ ঝাল গ্রহণ করা হয় তা সাধারণত বিপাক বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়।''

'ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল'য়ের অনলাইন সাময়িকী 'পিএমসি'তে ২০১৭ সালে প্রকাশিত চীনা গবেষকদের করা পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ১৩৫ মি.লি. গ্রাম ক্যাপসেসিন সাপ্লিমেন্ট একটানা তিন মাস খাওয়ার ফলে 'বিশ্রামরত অবস্থায় শক্তি খরচ করতে সহায়তা করতে পারে'। শুধু তাই নয়, গবেষকরা আরও জানান, লাল মরিচে থাকা ক্যাপসেসিন যদি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা যায় তবে ক্যান্সার, প্রদাহ, রিউমাটয়েড আর্থাইটিস এমনকি স্মৃতিভ্রংশের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে।

সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয় মায়েদের

সদ্যোজাত সন্তানের যত্ন নেওয়া মায়ের কাছে সব সময়েই সময়াসাপেক্ষ এবং চিন্তার বিষয়। যদি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে মায়ের কাজ বেড়ে যায় অনেক গুণ। মায়ের নাওয়া-খাওয়া-বিশ্রাম মাথায় ওঠে! দু'টি সন্তানের দেখভাল করতে নাজেহাল অবস্থা। সদ্য যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এমন নতুন মায়েদের জন্য রইল কিছু টিপস। মনে রাখলে সহজ হয়ে যাবে কঠিন কাজও।

পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো?

যদি একান্তই কোনও উপায় না থাকে, তাহলে যমজ সন্তানদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব নিজের উপর নেবেন না। স্বামীকেও কিছু কিছু দায়িত্ব দিন। পরিবারে বয়স্ক কোনও মহিলার সাহায্য পাওয়া গেলেও ভাল। সন্তানকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান। মনে রাখবেন আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাও বাচ্চাকে যত্ন নেওয়ার অন্যতম শর্ত।

পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগে নাজেহাল? জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এভাবেই পাশে থাকুন সন্তানের

দুই শিশুকে প্রথম থেকেই খাওয়া এবং ঘুমের একই সময়ে অভ্যাস করাবেন। সন্তানরা যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আপনিও ঘুমিয়ে নিন, পাওয়ার ন্যাপের সময় পেলে, তাই সই। প্রেমের নামে 'আরশোলা-ডেটিং'! আপনি এই সম্পর্কের শিকার নন তো?

যমজ সন্তান হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবণতা থাকে একইরকম পোশাক পরানোর। সেক্ষেত্রে দু'জনেই ছেলে বা দু'জনেই মেয়ে হলে অনেক সময়ে মায়ের কাছেও গুলিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন যাতে একনজরে দু'ই সন্তানকে দেখে বোঝা যায় কে কোন জন। যমজ দুই সন্তানকে সমানভাবে যত্ন নেবেন। এক জন সন্তান কোনও সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে অন্য জনও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাই সর্দিকাশি, জ্বর বা অন্য কোনও অসুস্থতায় একজন সন্তান আক্রান্ত হলে আর একজনকে

শীতকালে অ্যালার্জির সমস্যায় কষ্ট পান ? রেহাই পেতে পারেন সহজেই

সদ্যোজাত যমজ সন্তানদের বড় করার ঝক্কি কম নয়, মায়েদের সুবিধের জন্য কিছু সহজ সমাধান অ্যালার্জি এবং ঠান্ডার লাগার উপসর্গের মধ্যে দৃশ্যত মিল আছে। শরীর থেকে যখন হিস্টামাইন নির্গত হয়, তখন তার থেকে ইনফ্লেম্যাটরি রিঅ্যাকশন তৈরি হয়। এর ফলেই অ্যালার্জেনস এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

আরও পড়ুন : পড়াশোনায় মনঃসংযোগের অভাব? আপনার সন্তান অনিদ্রায় আক্রান্ত নয় তো? অ্যালার্জেনস শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। একাধিক ইন্ডোর অ্যালার্জেন্সের কারণে শীতকালে অ্যালার্জির উপসর্গ ও সমস্যা দুই-ই বাড়ে।

এ বার দেখে নেওয়া যাক অ্যালার্জির সাধারণ উপসর্গ-

হাঁচি গলায় সংক্রমণ নাক দিয়ে জল পড়াকানে চুলকানি চোখে জ্বালা ভাব নাক বন্ধ থাকায় শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা কম তাপমাত্রার জ্বর

ত্বকে সংক্রমণ অ্যালার্জির চিকিৎসা বালিশের কভার, বিছানার চাদরে যাতে ধুলো না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন বিছানার চাদর, কুশন কভার, বাড়িতে পরার জামাকাপড় নিয়মিত গরম জল ও সাবানে কাচুন ঘরের আর্দতা বজায় রাখতে ডিহিউমিডিফিয়ার ব্যবহার করুন প্রয়োজনে বাড়ির সব ঘর নিয়মিত ঝাঁট দিতে হবে। মুছতে হবে। দরকার হলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে।

রান্নাঘরে যেন খাবারে কোনও টুকরো পড়ে না থাকে, লক্ষ রাখুন সেদিকেও বাড়িতে যেন কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড়ের উপদ্রব না বাড়ে, তার যত্ন নিতে হবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের পাইপে ছিদ্র থাকলে মেরামত করে নিন। যাতে সেখান দিয়ে পোকামাকড় ঢুকে না পড়ে।

নিয়মিত সাফসুতরো রাখুন পোষ্যদের। লিভিংরুম, রান্নাঘরে যত সম্ভব পরিষ্কার রাখুন। অ্যালার্জির উপসর্গ ঠিক করা যায় ঘরোয়া উপকরণে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার পথেও হাঁটতে পারেন। সমস্যার সমাধানে অ্যালার্জির ওষুধ নিন এবং ন্যাজাল স্প্রে নিন।

এই খাবার আয়ু বাড়াতে পারে

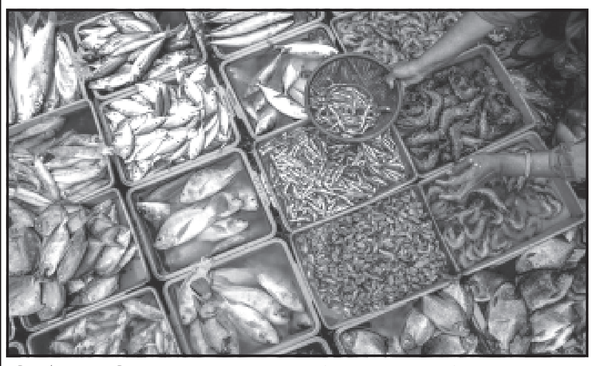

দীর্ঘ সুস্থ জীবন পার করতে সহায়তা করতে পারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। আর এই উপাদানের উৎস সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ। আর গবেষকদের মতে, খাবার তালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি দীর্ঘায়ু অর্জন করা সম্ভব। তৈলাক্ত মাছ খাওয়া পাঁচ বছর আয়ু বাড়ায় 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশন' জার্নালে স্পেনের 'হসপিটাল ডেল মার মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (আইএমআইএম)' ও 'দ্যা ফ্যাটি অ্যাসিড রিসার্চ ইন্সটিটিউট'য়ের সমন্বয়ে করা গবেষণার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মৃত্যুর ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে। গবেষকদলটি 'ফ্রেমিং অফস্প্রিং কোহোর্ট' নামে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা চালায়। যেখানে ১৯৭১ সাল থেকে ম্যাসাচুসেটস শহরের অধিবাসীদের ৬৫ বছর বয়স্ক ২, ২৪০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে করা হয়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সময়কাল ছিল গড়ে প্রায় ১১ বছর।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন। এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে। ১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই। ৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। ৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়। ৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন। ৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে। ১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়। ১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই। ১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প। ১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে। ১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের ঊর্ধে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন। ১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন। ১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে। বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

শিশু, প্রকৃতিকে ভালবাসার পাঠ কী ভাবে দেবেন বাবা-মায়েরা ?

মোবাইল ছেড়ে পরিবেশকে ভালবাসতে শিখুক শিশু। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হোক ছোট থেকেই। গল্প বলে, খেলার ছলে সন্তানকে পরিবেশ সচেতনতার পাঠ দিতে হবে বাবা-মাকেই। সন্তানের রোজের রুটিনের কিছুটা সময় রাখুন গাছের পরিচর্যা ও পশুপাখিদের জন্য। মোবাইল না দিয়ে ছোট টবে একটি বা দু'টি গাছ দিন যত্ন করার জন্য। দেখবেন আর বৈদ্যুতিন গ্যাজেট চেয়ে বায়না করছে না।

প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবেশ নিয়ে ছোট ছোট গল্প বলতে হবে শিশুকে। শেখাতে হবে গাছপালা পরিবেশের জন্য কতটা জরুরি। শুরুটা করুন গাছ লাগানো দিয়ে। বাড়ির বারান্দা, ঘরের জানলা বা ছাদে, অথবা বাড়ির সামনে জায়গা থাকলে, শিশুকে গাছ লাগানো শেখান। একটি বা দু'টি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন পরিচর্যার জন্য। জল দেওয়ার সময়, জলের পরিমাণ, সার দেওয়ার পদ্ধতি নিজে হাতে ধরে শিখিয়ে দিন। কোন গাছ কতটা বাড়ল, ফুল ধরল কিনা দেখতে বলুন। শুধু আপনার সন্তান নয়, তার বন্ধুদেরও বলুন গাছের পরিচর্যা করতে। তার পর একটি খেলা শিখিয়ে দিন। কার গাছ কতটা বাড়ল, কার গাছে আগে ফুল এল সেই সংক্রান্ত। তার বদলে সেই শিশুটি পুরষ্কার পাবে। দেখবেন, মোবাইল, ট্যাব ছেড়ে গাছপালার যত্ন নিয়েই থাকবে। বারান্দায় একটি ঝোলানো গামলায় রোজ জল রাখতে বলুন পাখিদের জন্য। যদি সম্ভব হয়, শিখিয়ে দিন কী ভাবে পাখির ঘর বানাতে হবে। সেখানে জল ও খাবার রাখতে বলুন। বাড়িতে পোষ্য থাকলে তার যত্নের দায়িত্ব দিন খুদেকে। সময় মতো খাবারের থালাটা দেওয়া, বাটিতে জল ভরে দেওয়া, পোষ্যের সঙ্গে খেলা বা কথা বলা শেখাতে পারলে ছোট থেকেই পশুপাখিদের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে শিশুর মনে। পরিবেশ ও পশুপাখির প্রতি ভালবাসা জন্মালে শিশুর জেদি, একগুঁয়ে বা স্বার্থপর মনোভাব কখনওই আসবে না। জলের অপচয় বন্ধ করা শেখান। কল অযথা খুলে রাখা যে ঠিক নয়, তা বোঝান। ছোট থেকে অভ্যাস করালে দেখবেন শিশু বাইরে গিয়ে বা স্কুলে গিয়েও তা মেনে চলছে। প্লাস্টিকের ব্যাগ বা খাবারের প্যাকেট যত্রতত্র না ফেলে ডাস্টবিনে গিয়ে ফেলা শেখাতে হবে। সে বাড়িতে হোক বা বাইরে। শিশুকে সবসময়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ বা প্যাকেট দেবেন না। স্কুলের টিফিন কাগড়ের ব্যাগে দিন অথবা কাপড়ের আলাদা ব্যাগ রাখুন। তা হলেই প্লাস্টিক ব্যবহারের অভ্যাস ছোট থেকেই কমে যাবে শিশুর। জন্মদিনে একগাদা খেলনা না দিয়ে টবে বাহারি গাছ দিন। বন্ধুদের ডেকে "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন। সেখানে পরিবেশ নিয়ে আঁকতে উৎসাহ দিন। পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝান শিশুকে। বইখাতা ছিঁড়ে গেলে বা মলাট পুরনো হয়ে গেলে, না ফেলে দিয়ে বরং অন্য কাজে লাগানো শেখান। অনেক সময়ে দেখবেন খাতা বা ডায়রির বেশ কয়েকটি পাতা বেঁচে যায়। সেগুলি সংগ্রহ করে জুড়ে রাফ খাতা বানিয়ে দিন। রঙিন কাগজের মোড়ক খোলার পরে তা ফেলে না দিয়ে বরং বিভিন্ন রকম ক্রাফ বানানো শেখান। প্লাস্টিকের বোতল এ দিক, ও দিক না ফেলে তা জমিয়ে রেখে পরে কোনও সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া যায়। এখন অনেক সংস্থাই আছে যারা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তা পুনর্ব্যবহারের জন্য কাজে লাগায়।

রবিবার টিআরটিসি পেনশনারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

হাইলাকান্দি বিধানসভা চক্রের রেশন কার্ড বন্টন

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি এসএস কলেজের খেলার মাঠে রবিবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি বিধানসভা চক্রের ১, ৮২৭টি পরিবারের ১১ হাজার ৪১০ জনকে রেশন কার্ড বন্টন করা হয়েছে। সাংসদ কৃপানাথ মালাহ সুবিধাভোগীদের হাতে রেশন কার্ড বণ্টনের সূচনা করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে সাংসদ কৃপানাথ মালাহ রেশন কার্ডপ্রাপকদের রেশন কার্ডের সুযোগসুবিধা তুলে ধরে এ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত হতে আবেদন জানান।

স্বাগত ভাষণে জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে বলেন, কার্ডের প্রত্যেক সদস্যের জন্য বছরে আয়ুষ্মান কার্ডের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেশন কার্ড ইনকাম সার্টিফিকেট হিসেবেও বিবেচনা করা হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী জানুয়ারি মাস থেকে এই রেশন কার্ডের মারফত মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে চাল ই-পস মেশিনের মাধ্যমে ডিলারদের কাছ থেকে পাবেন। চাল সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে তা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাছে জমা দিতে পরামর্শ দিয়েছেন জেলাশাসক।

সব ডিলারদের ওপর প্রশাসন চাল বণ্টন সংক্রান্ত কাজের কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে, বলেন তিনি।

রেশন কার্ড থাকলে অরুণোদয়-এর জন্য আর কোনও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক হিভারে।

১২১ নম্বর হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কয়েক হাজার নতুন রেশন কার্ড প্রাপকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা বিজেপি সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য্য, ডিডিসি এল্ডাড ফাইরিম সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

উত্তপ্ত বাংলাদেশ, পৌষমেলায় এলো না কোন মশলিন শাড়ির স্টল

শান্তিনিকেতন, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যার জেরে, ওপার বাংলার কোন স্টল আসছে না পৌষমেলায় । ফলে পৌষমেলায় মিলবে না ঢাকাই মশলিন। শুধু তাই নয় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে চিরের রেশ ধরে নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের স্টলও আসছে না এবারের মেলায়। ২০১৯ সালের পর ফের মহর্ষির শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষমেলার আয়জন করছে । ওয়ার্ল হেরিটেজ শান্তিনিকেতনে এই প্রথম ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, তবে তা আন্তর্জাতিক নয় ।

এই প্রথম ”ওয়ার্ল হেরিটেজ” ঘোষণার পর শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা হচ্ছে। ২০১৯ সালে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠে ঐতিহ্যবাহী এই পৌষমেলা শেষবার হয়েছিল। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল মেলা। তারপর বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা কারনে রাজ্য সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছায়। ফলে ২০২১, ২২ ও ২৩ সালে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মেলার আয়োজন করেনি। এই বছর গুলিতে বাংলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও রাজ্য সরকার মেলা করেছিল। যদিও তা ”ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা” ছিল না। এবার ফের শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পূর্বপল্লীর মাঠে যথারীতি পৌষমেলার আয়োজন করছে । ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা। চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শেষ প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ১৬০০ স্টল থাকছে পৌষমেলায়।

ওপার বাংলায় সনাতনী সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার সহ চিন্ময়কৃষ্ণ স্বামীকে গ্রেপ্তারের আঁচ পরে ভারতবর্ষে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে চিরও ধরেছে। এই কারনে এবার পৌষমেলায় নেই একটিও বাংলাদেশের স্টল। যে স্টলের জন্য মুখিয়ে থাকে রাজ্যের হাজারোও পর্যটক। ২০১৯ সালে শেষবার বাংলাদেশ স্টল এসেছিল পৌষমেলায়। সেই স্টল সকলের নজর কেড়েছিল। কারন ঢাকাই মশলিন শাড়ি জন্য। বিক্রি ও হয়েছিল ব্যাপক। পৌষমেলায় বাংলাদেশী কাপড়, গহনা, ঘর সাজানোর সামগ্রী সকলের প্রিয়। তাই শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারাও প্রতিবার বহু পছন্দের জিনিস কেনে। ইতিমধ্যেই অনলাইনে স্টল বিক্রির কাজ শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ১৬০০ স্টল বন্টন হয়ে গেছে নিয়ম মেনে। আর কোন স্টল আসতে চাইলেও সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট।

পৌষমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ভ্রমর ভাণ্ডারী বলেন, ’একটা দুঃখেরই খবর। যদি বিদেশ থেকে স্টল আসতো ভালো লাগতো। নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ থেকে স্টল আসত। কিন্তু, এবার আসছে না। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোথাও একটা কিছু থেকে এটা হচ্ছে। বিশ্বকবি তো সবার। তাঁর হাত ধরেই দুই বাংলার মেলবন্ধন। ২০১৯ সালের পর হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তবে আশাকরি আগামীতে সব ঠিক হয়ে যাবে।’ প্রসঙ্গত, ১৮৪৩ সালে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দিনটি স্মরণে রাখতে প্রতি বছর ৭ ই পৌষ শুরু হয়েছিল ”পৌষ উৎসব”। পরবর্তীতে, ১৮৯১ ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে । ওই বছর, অর্থাৎ ৭ ই পৌষ একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ডিড অনুযায়ী শুরু হয় পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা।

চণ্ডিপুরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের বিশাল জয়

চণ্ডিপুর, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): চণ্ডিপুর ব্লকের মুরাদপুর-হবিচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন রবিবার শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। দুপুর ২টার পর ভোট গণনা শুরু হয়, এবং গণনার শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চল্লিশটি আসনের মধ্যে সমস্ত আসনেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

এই জয়ের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত অবস্থান আরও একবার প্রমাণিত হল। বিশেষ করে, যেসব বুথে পূর্বে বিজেপি বড় ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, সেখানেও তৃণমূলের জয়লাভ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্রেয়াংশু শেখর পণ্ডিত এই জয়ের জন্য সমবায়ের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ’তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং এই ফলাফল সেই আস্থার প্রতিফলন।’

এই নির্বাচনী ফলাফল চণ্ডিপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও মজবুত করেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

ছয় বছরের কন্যা শিশু অপহরণে ধৃত দুই অভিযুক্তদের আদালতে পেশ

চাঁচল, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): রবিবার আদালতে পেশ করা হল হরিশ্চন্দ্রপুরের সালালপুর গ্রামে বাড়ির সামনে থেকে ছয় বছরের এক কন্যা শিশু অপহরনের দুই মাস্টারমাইন্ডকে। অভিযুক্ত দু”জনকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। অপহরণের ঘটনার এই দ্রুত সমাধান পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতারই উদাহরণ বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের নাম মনসুর আলম (৩০) এবং এজাজ আহমেদ। তাদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের গাঙ্গনদীয়া গ্রামে। করণদিঘী থানার টুঙ্গিদিঘী ট্রাফিক নাকা চেকিং পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। শিশুটিকেও সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের সালালপুর গ্রামে বাড়ির সামনে থেকে ছয় বছরের এক কন্যা শিশুকে বাইকে করে অপহরণ করে দুই যুবক। ঘটনার পরই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

গাজোলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় শোকের ছায়া

গাজোল, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.): মালদার গাজোলের রাঙাভিটার কুন্ডু পাড়া এলাকায় নিজের শোয়ার ঘর থেকে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ গাজোল থানার পুলিশ দিপ্তেসু কুন্ডু (১৮) নামে ওই ছাত্রের বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার করে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে যায় দিপ্তেসু। রবিবার সকালে ছয়টার সময় ঘরের দরজা খুলতেই পরিবারের সদস্যরা তাকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

দিপ্তেসু গাজোল হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। তার আত্মহত্যার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশের তদন্তের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে আরও তথ্য উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তমলুকে পুকুর থেকে সদ্যোজাতের মৃতদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

তমলুক, ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার চাপ বসান গ্রামের দাসপাড়া এলাকায় রবিবার সকালে একটি পুকুর থেকে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে অস্বাভাবিক কিছু ভাসতে দেখে বাঁশ দিয়ে উপরে তুলে আনলে দেখা যায় শিশুটির মৃতদেহ। ঘটনার খবর পেয়ে তমলুক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের

ভারত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে একজোড়া পদক জয় ভারতের

দোহা (কাতার), ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিদেশের মাটিতে একজোড়া ফের পদক জয় ভারতের। এশিয়ান জুনিয়র ও ইয়ূথ ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ - ২০২৪। ফের ভারতের পদক জয়ের খবরে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছেও সেই বার্তা পৌঁছেছে। ১৯০ কেজি বিভাগে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তথা সাই এর ইম্ফলের তরফেও প্রতিনিধি লামাবাম নীলম দেবী ও ৫৫ কেজি জুনিয়র ওমেন”স ক্যাটাগরিতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তথা সংক্ষেপে সাই, পাতিয়ালার তরফে কোয়েল বার উভয়েই একটি করে রৌপ্য পদক জিতেছেন ইয়ূথ ওমেন ক্যাটাগরিতে। নীলম দেবী মোট ১৯০ কেজি ভার উত্তোলন করেন। স্ন্যাচ বিভাগে - ৮৬ কেজি ও সি অ্যান্ড জে বিভাগে ১০৪ কেজি ওজন তুলেছেন তিনি। কোয়েল মোট ১৮২ কেজি (স্ন্যাচ বিভাগে - ৭৯কেজি ও সি অ্যান্ড জে - বিভাগে ১০৩ কেজি)।

নথিপত্র না দেখেই ঘর ভাড়া, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এলাকায় জাল ছড়াচ্ছে বহু দুষ্কৃতি

ক্যানিং , ২২ ডিসেম্বর(হি.স.) : বহিরাগতদের ঘর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নথিপত্র না দেখে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। আর সেই সুযোগেই নানা ধরনের দুষ্কৃতি থেকে শুরু করে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এলাকায় নিজেদের আস্তানা তৈরি করছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্যানিংয়ের বাসিন্দারা।

ক্যানিংয়ের হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন ঢালি পাড়া থেকেই শনিবার রাতে এক তেহেরিক-ই-মুজাহিদিন সংগঠনের জঙ্গিকে গ্রেফতার করে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও বেঙ্গল এসটিএফ। এই এলাকায় মোনাব্বর পিয়াদা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন গোলাম মহম্মদ নামে এক কাশ্মীরের বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী।

প্রতিবছর শীতেই তিনি ক্যানিংয়ে শীত বস্ত্রের ব্যবসা করতে আসেন। এবারও এসেছেন। কিন্তু তাঁর সেই ভাড়া বাড়িতেই সম্পর্কে তাঁর জামাইবাবু জাভেদ মুন্সি আসা যাওয়া শুরু করেন। আর এই জাভেদই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে দাবি পুলিশের। এই এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে সে, সেই খবর পেয়েই জম্মু, কাশ্মির পুলিশ ও বেঙ্গল এসটিএফ গ্রেফতার করে জাভেদকে শনিবার রাতে।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এভাবেই বহু বহিরাগত মানুষ এলাকায় ঘর ভাড়া নিচ্ছেন। কিন্তু যথার্থ প্রমান পত্র না দেখেই তাঁদেরকে ঘর ভাড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সেই সুযোগেই এই ধরনের জঙ্গি সংগঠনের লোকজন, কুখ্যাত দুষ্কৃতির আনাগোনা বাড়ছে এলাকায়। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন সঠিক উদ্যোগও গ্রহণ করছেন না বলেই অভিযোগ উঠেছে। সঠিক নজরদারিও নেই প্রশাসনের। স্থানীয় বাসিন্দা নিরুপম দাস, মিথিলা বিশ্বাসরা বলেন, “ ঘর ভাড়া দিতে গেলে যে ন্যূনতম পরিচয় পত্র প্রয়োজন সেগুলোও দেখা হচ্ছে না। অপরিচিতকে ঘর ভাড়া দিলে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হচ্ছে না। পুলিশের তরফ থেকেও এ বিষয়ে কোন কড়াকড়ি নেই। আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছে এই জাভেদের মত লোকেরা। পুলিশকে এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া উচিৎ।”

এই ধরনের ঘটনা সামনে এলে নড়ে চড়ে বসে পুলিশ। কিন্তু লাগাতার সারা বছর ধরে এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পুলিশ নেয় না বলেই কার্যত স্বীকার করেছেন ক্যানিং থানার পুলিশকর্মীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মী বলেন, “ এই এলাকায় বহু মানুষ বাড়ি ভাড়া দেন। কিন্তু কাকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন, তাঁর পরিচয় পত্র বা সে বিষয়ে থানায় কোন তথ্যই কেউ জানান না। পুলিশ ও এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয় না। ফলে সেই সুযোগটাই নিচ্ছে সমাজ বিরোধীরা।”

অনিয়ন্ত্রিত গাড়ির ধাক্কা বাড়িতে, মৃত এক মহিলা, আহত যুবক

সুরজপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো ছত্তিশগড়ে। জানা যায়, ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলার চাঁদনি থানার অন্তর্গত কুবেরপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্রামেরই একটি বাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাড়ির মধ্যে বসে থাকা এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে হাসপাতালে চিকিসৎসার জন্য পাঠায় এবং মৃত মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ আধিকারিক জানান , গাড়িটি মধ্যপ্রদেশের। পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করেছে এবং গাড়িতে থাকা আরও ৪ যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এছাড়াও গাড়ি থেকে মদ, অবৈধ মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুয়েতে ”দ্য অর্ডার অফ মুবারক আল কবীর” সম্মান নরেন্দ্র মোদীকে

নয়াদিল্লি ও কুয়েত, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): কুয়েত সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কুয়েতের আমির শেখ মেশাল আল-আহমেদ আল-জাবের আল সাবাহ-এর কাছ থেকে ”দ্য অর্ডার অফ মুবারক আল কবীর” সম্মান গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রসঙ্গত, শনিবার দুদিনের সফরে কুয়েতে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নরেন্দ্র মোদীকে সেদেশে ”গার্ড অব অনার” দেওয়া হয়। সেখানে এদিন আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাও জানানো হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কুয়েত সফরে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সে দেশে যাননি। ৪৩ বছর পর কুয়েতের যুবরাজ আমির শেখ মেশাল আল-আহমেদ আল-জাবের-আল-সাবাহের আমন্ত্রণে মোদী শনিবার কুয়েত যান।

জমে বরফ ভূস্বর্গের ডাল লেক, শৈত্যপ্রবাহ উপত্যকা জুড়ে

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের দাপটে শ্রীনগরের ডাল লেক জমে বরফে পরিণত হয়েছে। রবিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বরফ সরিয়ে নৌকা চালানোর দৃশ্য।

জানা গেছে, প্রবল ঠান্ডার কারণে এখানে সমস্যা বাড়ছে মানুষের। জলের পাইপ জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ঘর গরম রাখতে বহু জায়গায় মাটির উনুনই ভরসা।

এদিকে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার কথা রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় উল্লেখ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।

উল্লেখ্য, প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহকে কাশ্মীরের স্থানীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে চিল্লাই কালান। প্রতিবছর ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪০ দিনকে এই নামে ডাকেন তাঁরা। এই সময়কালে বরফের পুরু চাদরে ঢাকে উপত্যকা। প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় জনজীবন। চিল্লাই কালান-এর শুরুতেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে ভূস্বর্গে। প্রসঙ্গত, এর পরের ২০ দিন চিল্লাই খুর্দ ও তারও পরের ১০ দিনকে চিল্লাই বাচ্চা বলা হয়ে থাকে।

বড় জলাশয়, বড় মাছ চাষে উদ্যোগ রাজ্যের

দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি। খাবারের পাতে মাছ ছাড়া চলে না। বেশীর ভাগ বড় মাছের জোগান দেয় ভিন রাজ্য। এবার রাজ্যেই বড় মাছ চাষে উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। তার জন্য ”বড় জলাশয়, বড় মাছ” উৎপাদনে বিশেষ জোর দিয়েছে মৎস্য দফতর। রাজ্যের বড় মাছের চাহিদা মেটাতে ও মৎস্য চাষে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে উদ্যোগ মৎস্য দফতরের।

কী প্রকল্পটি ?

পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পে কমপক্ষে এক হেক্টর পরিমাণ জলাশয়, পুকুরে মাছ চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক বছরে ১২ টন মাছ উৎপাদন করতে হবে। মূলত রুই, কাতলা, মৃগেল এই ৩টি প্রজাতির মাছ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (মাছের প্রয়োজনীয় খাবার, অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক রাখা-সহ যথাযথ পরিচর্য্যা) চাষ করার ফলে এক বছরে প্রায় সেই মাছ দু’ থেকে ৩ কেজি ওজনের যাতে হয়। কাতলা মাছের আকার প্রায় ৩ কেজি, রুই মাছের ওজন দু-আড়াই কেজি। আর মৃগেল মাছের আকার প্রায় দেড় কেজি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ইতিমধ্যে ৯০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্লক পিছু ৯০ জন করে চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও চাষীদের ক্রেডিট কার্ড মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যাবস্থা আছে।এই প্রকল্পে মৎস্য দপ্তর চাষিদের ১০ হাজার মাছের চারা, তাদের জন্য সাড়ে ৬ টন খাবার ও ২ কুইন্টাল চুন সরবরাহ করবে মৎস্য দফতর। একই সঙ্গে সমপরিমান খাবার, চুন মৎস্যচাষীদের বহন করতে হবে। মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই প্রকল্পে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় চলতি বছর ৭ টি প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে ৩ টি, সালানপুরে ২ টি, আসানসোল পৌরনিগম এলাকায় একটি , রানীগঞ্জে একটি প্রজেক্ট চলছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরী করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ওইসব প্রজেক্টের মৎস্যচাষীদের। মৎস্যচাষীদের সুরক্ষা জন্য ইতিমধ্যে ফিসারম্যান রেজিস্টার্ড কার্ড চালু করেছে রাজ্য। তাতে ২ লক্ষ টাকার বিমার সুবিধা রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় রেজিষ্টার্ড মৎস্যজীবি রয়েছে সাড়ে ৪ হাজার। চলতি বছর দফতর থেকে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার চারামাছ বন্টন করা হয়েছে উপভোক্তাদের।

জেলা মৎস্যদফতরের আধিকারিক বলেন,’ জেলায় ২০ হাজার টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সেটা পূরণ হয়ে হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত বড় মাছ চাষের প্রকল্পটি চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, এভাবে মাছ চাষের ফলে রাজ্যে বড় আকারের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বড় মাছের ঘাটতি কমানো যাবে। এতে বড় মাছের ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের উপর পশ্চিমবঙ্গের নির্ভরতা যেমন কমবে, তেমনি রাজ্যের মাছ চাষিরাও আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।’

খড়িবাড়িতে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, ধৃত দম্পতি

খড়িবাড়ি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : অভিযান চালিয়ে ফের প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ এক দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হল জয়লাল সিং (৫৭) ও চম্পা সিং (৪২)। দুজনেই পূর্ব বদরা জোতের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে খড়িবাড়ির বাতাসি হাসাপাতাল লাগোয়া একটি বাড়িতে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। এরপরই ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০১ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে ওই বাড়ির দম্পতি জয়লাল ও চম্পাকে খড়িবাড়ি থানার নিয়ে আসে পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের জেরা করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

উত্তর প্রদেশে একইদিনে দুই ভিন্ন জায়গায় অগ্নিকান্ড

লখনউ, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর প্রদেশে একদিনে দুই ভিন্ন জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে লখনউয়ের বিবিডি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বাড়িতে। রবিবার সকালে প্রথম ঘটনাটি ঘটে বিবিডি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বাড়িতে। বিবিডি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ডিএস রাইয়ের বাড়ি বিনয় খণ্ডের গোমতী নগর এলাকায়। সকালে তাঁর বেসমেন্ট-এ থাকা কার্য্যালয়ে আগুন লাগে।

রবিবার আগরতলায় লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়িতে শিব যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩৭ তম জন্ম মহোৎসব বিশালগড় সৎসঙ্গ বিহারে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ ডিসেম্বর: রবিবার যুগপুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩৭ তম জন্ম মহোৎসব বিশালগড় সৎসঙ্গ বিহারে অনুষ্ঠিত হয়। যুগপুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩৭তম জন্ম মহোৎসব বিশালগড় সৎসঙ্গ বিহারে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সৎসঙ্গ বিহারে ৬ই পৌষ রোজ রবিবার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ ১৩৭ তম জন্ম মহ মহোৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ঠাকুরের এই উৎসবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের লোকেদের বিশাল সমাগম পরিলক্ষিত হয়। আশ্রম কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শনিবার রাতে গঙ্গা-আনয়ন করেন। রবিবার সকাল থেকে স্বাস্থ্য শিবির সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সকল ভক্তদের মধ্যে আনন্দবাজারের ব্যবস্থা করা হয়।

রাজ্যভিত্তিক অটল বিহারী বাজপেয়িজির জন্মদিন উপলক্ষে সাহিত্য ও কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ ডিসেম্বর: কৈলাসহর কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যভিত্তিক অটলবিহারী বাজপেয়ির জন্মদিন উপলক্ষে সাহিত্য ও কবি সম্মেলন। কৈলাশহর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যভিত্তিক অটল বিহারী বাজপেয়িজির জন্মদিন উপলক্ষে সাহিত্য ও কবি সম্মেলন করা হবে কৈলাসহরের কলাক্ষেত্রে। এতে রাজ্যের ও বহি রাজ্যের প্রায় শতাধিক বিভিন্ন ভাষার কবি ও সাহিত্যিকগণ উপস্থিত থাকবেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৪ শে ডিসেম্বর শহরের সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীবৃন্দ,বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী ও শহরের বুদ্ধিজীবী সহ সমাজসেবী সবাই মিলে এক বর্ণাঢ্য রেলী করবে শহরের বিভিন্ন রাজপথে। এরপর ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর মূল অনুষ্ঠানটি হবে স্থানীয় কলা ক্ষেত্রে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর স্থানীয় শিল্পী দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

এই অনুষ্ঠানে একজন সাহিত্যিককে অটল বিহারী বাজপেয়ী লাইফ টাইম এচিভমেন্ট উপহার দেওয়া হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, তোর সাংস্কৃতিক দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব, ফটিকরায় কলেজের অধ্যক্ষ সুব্রত শর্মা, সমাজসেবী অরুন সাহা সহ অন্যান্যরা।

ত্রিং উৎসব সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন যুবককের

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর : ত্রিং উৎসব সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গভীর রাতে উৎসব থেকে ফেরার পথে এক গাড়ির সাথে বাইকের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, একসাথে তিন যুবকের মৃত্যু, শনিবার গভীর রাতে একসাথে তিন যুবক এক বাইকে ত্রিং উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। তাদের বাড়ি রংমালা এলাকায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওয়ান বাজার থেকে আগরতলা-উদয়পুর সড়কে এক গাড়ি তাদেরকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে তিন যুবক রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।

রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে তাদের বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন দেখে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আহতদের আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

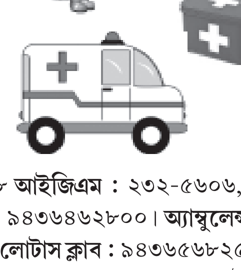

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ২৬ বি ধারার আইনটি প্রত্যাহারের দাবি অল ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ধর্মনগর, ২২ডিসেম্বর: রবিবার দুপুরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি অফিসে অল ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি সমর ভৌমিক,সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা,জেলা সভাপতি প্রান্তোষ সেন, জেলা সম্পাদক সুব্রত সাহা প্রমূখ।

মূলত এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ২৬ বি ধারার আইনটি প্রত্যাহার। এদিকে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন,কোভিড -১৯ অর্থাৎ ভারতবর্ষে অতি মহামারির সময় ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ২৬ বি ধারার একটি আইন চালু করেছিলো। সেই আইনে গ্রাহক অথবা রোগীদের বাড়িতে অনলাইন ফার্মেসি অথবা ই-ফার্মেসির মাধ্যমে ঔষধ ডেলিভারি বয় দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে করে ঔষধের গুনগতমান সহ মানব জাতির ঝুঁকিপূর্ণ দিক সামনে আসছে। তাছাড়া বর্তমানে ভারতবর্ষের কোথাও অতিমারির কোন প্রভাব নেই।

সেক্ষেত্রে ২৬ বি আইনটি বাতিল করার দাবি জানিয়ে ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত শনিবার ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। আগামী দিনে ত্রিপুরার কেমিস্টিসএন্ড ড্রাগিস্টিসএসোসিয়েশনের রাজ্য ও মহকুমা স্তর থেকেও এই আইন প্রত্যাহারের জন্য চিঠি পাঠানো হবে। তিনি আরো বলেন,ই-ফার্মেসি সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। ই-ফার্মেসি নকল প্রেসক্রিপশন করে ঔষধ সরবরাহ করছে। ড্রাগস এন্ড কসমেটিক রোল অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করবে একজন অনুমোদিত ফার্মাসিস্ট,কিন্তু ই-ফার্মেসি তা করছে না। অনলাইন ফার্মেসি বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য সচিবের কাছে এআইওসিডি এর তরফে তিন তিন বার চিঠিও প্রদান করা হয়েছে।

ফের হামলার শিকার সাংবাদিক, ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: প্রাণঘাতী হামলার শিকার এক সাংবাদিক। ঘটনা কামালঘাট শান্তিপাড়ায়। ৩ জনের বিরুদ্ধে লেফুঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার রাতে লেফুঙ্গা থানাধীন ১০৮ নং জাতীয় সড়কের কামালঘাট শান্তিপাড়ায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন মোহনপুর মহকুমার সুজিত নন্দী নামে এক সাংবাদিক। পুলিশের সহযোগিতায় অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পান তিনি।আক্রমণকারীরা সাংবাদিক সুজিত নন্দীর মাথার হেলমেট খুলে নেয়। লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। রাতেই লেফুঙ্গা থানায় এই ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

ঘটনার বিবরণে রক্তাক্ত সাংবাদিক সুজিত নন্দী জানায় , দুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তাকে কামালঘাট শান্তিপাড়ার কয়েকজন যুবক বাঁধা দেয় এবং তার উপর প্রাণঘাতী হামলা করে। ঘটনাস্থলে ছুটে যান লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস, এসআই অজয় দেবনাথ সহ পুলিশ কর্মীরা। সুজিত নন্দীকে উদ্ধার করে পাঠায় হাসপাতালে। পরবর্তী সময় রাতেই লেফুঙ্গা থানায় যান স্থানীয় সাংবাদিকরা। সুজিত নন্দীর উপর আক্রমণের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে উত্তম সূত্রধর, দীনবন্ধু দাস, দীপক দাস নামে ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান পুলিশের নিকট। এই বিষয়ে মোহনপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুমন মহালনবিশ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে সাংবাদিক সুজিত নন্দী। এই ঘটনায় যারা যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে দেওয়া হবে না। সাংবাদিকরা সুজিত নন্দীর পাশে রয়েছেন এবং পুলিশ আশ্বস্ত করেছে যারাই সাংবাদিক সুজিত নন্দীর উপর আক্রমণ করেছে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বক্সনগর ডাকবাংলা মাঠ প্রাঙ্গনে, বিধানসভা ভিত্তিক প্রথম কর্মচারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ ডিসেম্বর: ভারতীয় মজদুর সংঘের, বক্সনগর ইউনিটের সকল কর্মচারীদের নিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডাকবাংলা মাঠ প্রাঙ্গনে। আজ সকাল ১১টায় বক্সনগর ভিত্তিক কর্মচারীর সংঘের সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন।

বক্সনগর ব্লক এলাকার প্রায় ৭৫০ জনের উপরে কর্মচারীরা বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত। সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের নিয়ে তিনটি বিভাগে সংগঠনের সভাপতি, সেক্রেটারী,ক্যাশিয়ার বানানো হয়। প্রত্যেক কমিটিতে ৩৫ জন মেম্বার এর মাধ্যমে। তিনটি সংগঠনের উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মচারী সংঘ কমিটি, আর ডি ব্লকের কর্মচারীদের নিয়ে একটি সংগঠন, অপরটি হল সমস্ত ডিপার্টমেন্টেরদের নিয়ে আরেকটি সংগঠন। শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠনের সভাপতি হলো কামাল হোসেন, আইসিডিএস এবং ব্লকের হল জয়ন্ত সরকার, অল ডিপার্টমেন্টের সভাপতি হলো বিজয় সরকার। নবনির্বাচিত সভাপতিদের বরণ করে নেন কর্মচারী নেতৃবৃন্দ।

আজকের এই মহতী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, ব্লক চেয়ারম্যান স্বপ্না সরকার নমো, ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা আক্তার, সুভাষচন্দ্র সাহা ব্লক চেয়ারম্যান। আগরতলা থেকে আগত বিশিষ্ট সমাজসেবক তাপস দেব। বক্সনগর ব্লকের ২১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, এবং আইটিআই কলেজের প্রিন্সিপাল।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন যুবকের

● আটের পাতার পর

আশঙ্কজনক। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে বিশ্ব লক্ষী এবং রমেন দেববর্মাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। পথচারীরা জানান মারুতি গাড়িতে চালক সহ দুইজন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এদিকে, স্থানীয়রা বিশালগড় থানা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দুর্ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করে একটি মামলা নিয়েছে।

প্রয়াত সিপিআই নেতা মনোরঞ্জন

● আটের পাতার পর

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রাসবিহারী ঘোষ,রঞ্জিত মজুমদার, ধনমনী সিনহা, নীলমনি দেব।

শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় নেতৃত্ব নীলকুমার সিনহা, হিমাংশু সিনহা, প্রদীপ রাজকুমার, চন্দনগপাল দেব, লক্ষীকান্ত সিনহা সহ অন্যান্য সিপিআই নেতৃত্ব এবং কর্মীসমর্থকগণ।

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন বসাকের পরিবারবৃন্দ এবং তার প্রিয় কাঞ্চনবাড়ি অঞ্চলের জনগন। তারপর তার সকটবাহী মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল বের হয়। শোক মিছিলে শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করে চোখের জলে কমরেড মনোরঞ্জন বসাককে শেষ বিদায় জানায়। কাঞ্চনবাড়ি শশ্মানে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক খেল কবাডি এবং ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের পক্ষ থেকে রাজ্যভিত্তিক খেল কবাডি এবং ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ত্রিপুরা প্রান্তের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের পক্ষ থেকে রাজ্যভিত্তিক খেলো কাবাডি এবং ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মকর্তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনের উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সম্পাদক, বজরং দল রাজ্য সংযোজক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি এবং প্রচার প্রসার প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ জানান ব্লক ও জেলা ভিত্তিক কাবাডি প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হওয়ার পর আগরতলায় পঁচিশ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

রাজ্য কর্মচারী সংঘ

● আটের পাতার পর

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক তপন মজুমদার বলেন, ভারতীয় মজদুর সংঘের সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন গুলোর পার্থক্য রয়েছ। রাষ্ট্র তথা দেশ এবং রাজ্যের কল্যাণই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। অতীত ভুলে গিয়ে নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা নিয়ে সমস্ত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশ ও রাজ্যের জন্য কাজ করার আহ্বান করেন। নিজেদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে বক্তব্যে অভিমত ব্যক্ত করেন। মাধ্যাহ্ ভোজনের পর দিত্বীয় পর্যায়ে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ ২য় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের গোমতী জেলা কমিটি গঠিত হয়।৪৫ জনের গোমতি জেলা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মনোনীত হন কাকড়াবন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারায়ণ চন্দ্র দাস,টেপানিয়া ব্লকের সুপার ভাইজার দেবব্রত লোধ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন, কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের অশোক বর্ধন।এ ছাড়াও উদয়পুর মহকুমা ৪৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়। উদয়পুর মহকুমা কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন উদয়পুর ভগ্নিনিবেদিতা স্কুলের টিচার ইনচার্জ ধ্রুব রঞ্জন ধর, উদয়পুর ভগ্নিনিবেদিতা স্কুলের নারায়ণ চন্দ্র দাস সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন , কোষাধক্ষ্য মনোনীত হয়েছেন উদয়পুর চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষক রূপেশ লোধ।ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ বা টি আর কে এসের দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক গোমতি জেলা ও মহকুমা সম্মেলন উপলক্ষ্যে মোট আটশো সতেরোজন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। আজ ভারতের সরাস্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিধায়করা উপস্থিত থাকতে পারেন নাই বলে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গোমতি জেলা টি আর কে এস বা ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

ব্রু-সম্প্রদায়ের রিয়াং

● আটের পাতার পর

কোটি টাকার খরচে ১১ টি গ্রামে বাসস্থান পেয়েছে। আজ ব্রু-পুনর্বাসনের এলাকাটি পরিদর্শন করে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিজের বক্তব্যে বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি।

ব্রু- শরণার্থীরা ২৪ মাসের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ভারত সরকার থেকে অনুদান পাবে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কিমের আওতায় শিক্ষা ব্যবস্থা শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ আরো বিভিন্ন সুবিধা ব্রু-জনজাতিদের জন্য রয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প আজ উদ্বোধন করেন বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি আরো বলেন ২০১৭ সালে তিনি যখন প্রথমবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন তখন তিনি বিজেপির অধ্যক্ষ ছিলেন। ওই সময় তাঁর সভায় মাত্র ছয় জন উপস্থিত ছিলেন এবং রাজ্যে দলের সদস্য ছিলেন মাত্র ১১ জন। কিন্তু আজ এসে তিনি ত্রিপুরার উন্নয়ন দেখে খুবই আনন্দিত বোধ করছেন। তিনি এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ সদস্য বিপ্লব দেব সহ দলীয় কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তিনি আরো বলেন বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতার আসার পর থেকে রাজ্যে বহু পরিবর্তনে এসেছে। বিভিন্ন এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়নেও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, যারা লোকতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা যখন শাসনের দায়িত্ব পায় তখন এভাবেই দেশের উন্নয়ন হয়।

তিনি তিনি উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, ভাজপার ওপর বিশ্বাস সকলের বিশ্বাস রয়েছে। এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছর দলের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছে, আর এখন মালিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের এই দল এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, আজ তিনি ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের স্থান পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা পরিদর্শন করে তিনি নিজের মনে অনেকটা সন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে যাবেন।

মন্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

টাকার খেলা চলছে। বাহুবলের প্রয়োগে নির্বাচনে জয় পেতে চায় দলের নেতারা। এটা পত্রিকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওয়া বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ভোট পাওয়ার জন্য অসাংবিধানিক ও অবৈধ নানা ধরনের কারসাজি করে। অন্যান্য দল নির্বাচনের সময় যত টাকা খরচ করে, একা বিজেপি দল এর একশো গুণ বেশি টাকা খরচ করে।

তিনি শাসক দলকে কটাক্ষ করে বলেন, এক দেশ এক নির্বাচনের বিষয়ে যদি বিজেপি এতই চিন্তিত হয়, নির্বাচনের মাধ্যমে সময় ও অর্থ নষ্ট করার ক্ষেত্রে যদি এতই চিন্তা থাকে এদের, তাহলে বিধায়ক কেনা বেচা সহ অন্যান্য অসাংবিধানিক কার্যকলাপ বন্ধ করা উচিত।

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের

● প্রথম পাতার পর

সর্বভারতীয় কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেছেন সংসদে সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যখন আলোচনা চলছিল তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে অসম্মানজনক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। কংগ্রেস দল সহ তফসিলি জাতি ,উপজাতি ,পশ্চাৎপদ শ্রেণী সহ সবকটি রাজনৈতিক দল গভীরভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে দাবী জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। মন্ত্রিসভা থেকে তাকে বরখাস্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তিনি দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে জানান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

ব্রু শরনার্থীদের পুনর্বাসনে

● প্রথম পাতার পর

অথচ দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এখানে ব্রু রিয়াং শরণার্থীরা কি দুর্বিষহ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই দীর্ঘ পুরনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমি এখানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর এই সমস্যা নিরসনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা রাজ্যের ১২টি জায়গায় ব্রু রিয়াং শরনার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। এরমধ্যে ১১টি জায়গায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি শান্তিরবাজার এলাকায় কাজও সম্পন্ন হওয়ার পথে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও ব্রু রিয়াং শরণার্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তিতে যা যা লেখা হয়েছিল সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা যা বলেছেন সেটাই করছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এখন পর্যন্ত ১,৭৫৪ একর জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে মোট ৬,৯৩৫ পরিবারকে এখন পর্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। যেখানে ৩৭, ৫৮৪ জন রয়েছেন। বিদ্যুত সংযোগ থেকে শুরু করে ইট সলিং রাস্তা, পরিশ্রুত পানীয়জলের জন্য ডিপ টিউবওয়েল, রেশনশপ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রথমে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এখন পর্যন্ত ৮২১.৯৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এজন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁকে ত্রিপুরায় আসার জন্য স্বাগত জানাই। তাঁর হাত ধরে আজ ৬৬৮ কোটি টাকার অধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা হয়েছে।

বিভিন্ন দল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করল ২০৫ জন ভোটার

● আটের পাতার পর

শক্তি ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সবশেষে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে যে সমস্ত ভোটারা কংগ্রেস দলের যোগদান করেছেন তাদের হাতে কংগ্রেস দলের পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান ও বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা।

কমিউনিস্টের

● প্রথম পাতার পর

দিশা এসেছে। শুধুমাত্র সমবায় ক্ষেত্রের জন্যই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্যেও এ রাজ্যে কৃষকদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় পরম্পরাগতভাবে জৈবিক চাষ হয়ে থাকে। এ রাজ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি কৃষক জৈবিক চাষের সঙ্গে যুক্ত। এটা খুবই ভাল দিক। কিন্তু তারা জৈবিক চাষ করে থাকলেও এ বিষয়ে তাদের সার্টিফিকেশন নেই। কোন ন্যাশনাল অর্গানিক কো-অপারেটিভ লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এতে দুই তিন বছরের মধ্যেই কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য কম করে ৩০ শতাংশ বেশি পাবেন। জৈবিক চাষের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, জৈবিক চাষ শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধবই নয়, মানুষের স্বাস্থ্যের উপকারিতার জন্যেও সবাইকে জৈবিক চাষের দিকে মনোনিবেশ করা উচিৎ। জৈবিক চাষের উৎপাদিত ফসল অনেক শারীরিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। আরও বেশি করে মাছ চাষ করার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যে তিনটি সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।

উন্নতমানের বীজ তৈরি, জৈবিক ফসল বাজারজাত করা এবং সামগ্রীকভাবে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৩. ১৮৩টি পৃথক পৃথক সমবায় সমিতি রয়েছে। ডেয়ারি, পশুপালন এবং আরও অনেক বহুমুখী কাজে এই সমিতিগুলি যুক্ত রয়েছে। আগে রাজ্যে সমবায় সমিতি থাকলেও ক্যাডারদের কারণে এই সমিতিগুলি লাভের মুখ দেখত না। তারা এখন পরিবারের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় সমবায়ের ভিত্তিতে ২ হাজার মেট্রিকটন ক্ষমতাসম্পন্ন গোডাউন গড়ে তোলা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেলে রাজ্যের এমন কোন তহশিল থাকবেনা যেখানকার ফসল গোডাউনে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্যই অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। এগুলির সুবিধা সবাইকে নিতে হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্থিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে একাদশ থেকে পঞ্চম স্থানে নিয়ে এসেছেন।

এখন একে আরও উপরে তুলে তৃতীয়স্থানে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। তবে এতে সব অংশের মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন। সবার সহযোগিতা পেলে ভারতবর্ষ বিশ্বের তৃতীয় আর্থিক সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে। তবে শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয় কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা সব অংশের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। এক্ষেত্রে সমবায় একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে। সমগ্র দেশে ৮ লক্ষেরও বেশি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৩৫ কোটি মানুষ সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। সকালের চা থেকে শুরু করে রাত্রের খাবার পর্যন্ত সবকিছু সরবরাহে সমবায় একটি বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নাবার্ডের মাধ্যমে মোবাইল গ্রামীণ মার্ট চালু করা হয়েছে। ৫ জেলায় এই মার্ট আপাতত কাজ করছে। এর মাধ্যমে চাল, আটা ইত্যাদি সুবিধাভোগীদের কাছে সস্তায় পৌঁছে যাবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ সকালে ধলাই জেলায় ব্রু-রিয়াং জনজাতিদের পুনর্বাসন এলাকা সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ঐ এলাকায় চারশোর মত পরিবার খুব ভালভাবে আছে দেখে ভাল লাগছে। কিন্তু ঘটনা হল ৩৮ হাজারের মত পরিবার ২৫ বছর ধরে পশুর চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিল। এখানে তখন এমন একটা সরকার ছিল যাদের গরিব, আদিবাসী, বঞ্চিতদের সরকার হিসেবে অভিহিত করা হত। কিন্তু তারা ব্লু-রিয়াং শরণার্থীদের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যার পরিনতিতে ২০২০ সালে ৩৮ হাজারেরও বেশি পরিবারকে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাদের জন্যে পাকা ঘর, রাস্তা, পানীয়জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। সব ঘরে শৌচাগার যেমন তৈরি করা হয়েছে, তেমনি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারও পৌঁছে গেছে। তারা যেমন প্রতি মাসে ৫ কেজি করে বিনামূল্যে চাল পাচ্ছেন, তেমনি ৫ লাখ টাকার স্বাস্থ্য সুরক্ষার বীমাও ভোগ করছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বোতাম টিপে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। পাশাপাশি লাভার্থীদের মাইক্রো এটিএম কার্ড এবং কৃষকদের হাতে বীজ তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আশীষ কুমার ভুটানি, মুখ্যসচিব জেকে সিনহা। সমবায় সম্মেলন-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অমিত শাহ বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এরমধ্যে রয়েছে ধলাই জেলার হাদুকলাউস্থিত ব্লু সেটেলমেন্ট এলাকায় কতা ব্লু বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের কনজিউমার স্টোর, মোহনপুর মহকুমার কাতলামারাস্থিত দলদলী ল্যাম্পসে সার বিক্রয় কেন্দ্র, অরুন্ধতীনগরস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অন্তর্গত স্মার্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উদয়পুরের ছনবন এলাকায় ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন দ্বারা নির্মিত নতুন পেট্রোলপাম্প। এছাড়াও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ ৫০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে মাইক্রো এটিএম প্রদান করেন।

াঙ্গন

অরুণ ভৌমিক স্মৃতি স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আজ, রবিবার এক দিবসীয় পঞ্চম অরুন কান্তি ভৌমিক স্মৃতি স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।সকাল ৯টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর এডভাইজার এডভোকেট রাজু দত্ত, উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বিধান রায়, সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী , সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা, চিন্ময় দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ মৃন্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রতাপগড় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী ঋত্বিকা দাস এবং বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডনবস্কো স্কুলের ছাত্র তুইজিলাং দেববর্মা।

বালিকা বিভাগে ঋত্বিকা দাস ৯ - ০ সেট পয়েন্টে ডনবস্কো স্কুলের ছাত্রী অভিষিক্তা চৌধুরীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বালক বিভাগে তুইজিলাং দেববর্মা ১০ - ১ সেট পয়েন্টে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্কুলের ছাত্র সৃজন পুরকায়স্থকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ম্যাচ শেষে বিকালে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং খেলোয়াড়দের হাতে সার্টিফিকেট সহ ট্রফি তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তাগণ। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

এনএসআরসিসি-কে হারিয়ে সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু প্রগতি প্লে সেন্টারের

এন এস আর সি সি - ৭৪/৯ প্রগতি পি সি - ৭৬/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো গেলোবারের রানার্স প্রগতি প্লে সেন্টার। অনায়াসেই পরাজিত করল এন এস আর সি সি -কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে প্রগতি প্লে সেন্টার ৮ উইকেটে পরাজিত করে এন এস আর সি সি কে। ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেই সহজ জয় ছিনিয়ে নেয় নয়নমনি দেববর্মার ছেলেরা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রগতির বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৭৪ রান করতে সক্ষম হয় আর সি সি নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে। মূলত দলের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় আর সি সি। দলের পক্ষে নিশঙ্ক মল্লিক ৭৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, দীপ দেব ৬৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মোঃ আরমান মিয়া ২৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১০ রান। প্রগতির পক্ষে বিরাট দাস ১৯ রানে চারটি এবং দেবপ্রিয় দে ৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেবে প্রগতি ২২.২ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দে শুরুতেই জয়ের ভিত গড়ে দেয়। শ্রেষ্ঠাংশু ৪১ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারের সাহায্যে ৪০ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে আরাধ্য দাস ৬২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দেবপ্রিয় দে ২৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডার এর সাহায্যে ১৩ রান করে।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে সাফল্যের মেজাজে শুরু চাম্পামুড়া সেন্টারের

চাম্পামুরা সি সি - ২৭৬/৬ পোলস্টার - ৭৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনুরাগ দাসের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। তাতেই সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু করলো চম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। ১৯৮ রানে পরাজিত করল পোলস্টার ক্লাব কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে বিশাল ২৭৬ রান করে। দলকে বড় স্কোর করাতে মুখ্য ভূমিকা নেয় অনুরাগ দাস। করে চোখ ঝলসানো শতরান। জীবনের প্রথম শতরান করতে অনুরাগ পঁচানব্বই বল খেলে। শেষ পর্যন্ত ১০২ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে দীপাঞ্জন দত্ত ৩১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪, অম্লান দেবনাথ ৩১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, রাজদীপ দে ৩৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং দীপ ভৌমিক ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে কুড়ি রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান।

পোলস্টার ক্লাবের পক্ষে সাহেবা আচার্য্য ৫২ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে পোলস্টার ক্লাব ৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে স্বস্ত্যাশুদ্রন্ত দ্বীপায়ন রায় ২৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, অংশুমান দত্ত ৪৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারের সাহায্যে ১৮ এবং বিজয় দেবনাথ ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। চাম্পা মুরার পক্ষে রাহুল তামা ং পাঁচ রানে এবং শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে।

ক্ষুদেদের ক্রিকেটে কর্নেলকে হারিয়ে সহজ জয় জি বি প্লে সেন্টারের

জি বি প্লে সেন্টার - ২১৪/৬ কর্নেল কোচিং সেন্টার - ৫৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঋদ্ধিমান দাসের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। তাতেই সহজ জয় দিয়ে আসর শুরু করলো জি বি প্লে সেন্টার। ১৬০ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করল কর্নেল কোচিং সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার সকালে প্রথম ব্যাট করে জিবি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করে। দলের পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস ৭৩ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৩ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে প্রান্ত মালাকার ৪৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, অভয় দেব ৪৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ এবং শ্রেয়ান ভৌমিক ৪৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে। কর্নেলের পক্ষে সৌমজিৎ মজুমদার ৩৮ রানে এবং ঈশান দাস ৩৯ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ঋদ্ধিমান দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৫৪ রানে গুটিয়ে যায় কর্নেল কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে স্নেহাশীষ বণিক ৪২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং সৌম্যজিত মজুমদার ৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। জি বির পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস পাঁচ রানে ছয়টি এবং আনিস দেবনাথ ১৮ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

অনুশীলনে হাঁটুতে চোট রোহিতের

অনুশীলনে চোট পেলেন রোহিত শর্মা। রবিবার নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করার সময় বাঁ পায়ের হাঁটুতে আঘাত লেগেছে ভারতীয় দলের অধিনায়কের। বেশ কিছু ক্ষণ হাঁটুতে বরফ বেঁধে বসে থাকতেও দেখা যায় রোহিতকে। তাঁর মুখে ছিল যন্ত্রণার ছাপ। শনিবার অনুশীলনে হাতে চোট পান লোকেশ রাহুলও।

ভারতীয় দলের থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ দয়ানন্দ গরানী অনুশীলন করাচ্ছিলেন রোহিতকে। তাঁর ছোড়া একটি বলের লাইনে রোহিত ব্যাট নিয়ে যেতে পারেননি। বল লাগে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে। প্রথমে সামলে নিয়ে আবার ব্যাট করতে শুরু করেন রোহিত। কিন্তু কয়েকটা বল খেলার পরই প্যাড, গ্লাভস খুলে ফেলেন। নেটের ধারে একটি চেয়ারে বসে পড়েন অধিনায়ক। ডাকেন দলের ফিজিয়োকে। রোহিতের চোটের জায়গাটি দেখার পর সেখানে বরফের ব্যাগ (আইস প্যাক) বেঁধে দেন ফিজিয়ো। সে সময় রোহিতের মুখে যন্ত্রণার ছাপ ছিল স্পষ্ট। খানিকটা পরে রোহিতকে বাঁ পা সমান করে আর একটি চেয়ারে তুলে বসার পরামর্শ দেন ফিজিয়ো। তাতে কিছুটা স্বস্তি পান রোহিত। এই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে উদ্বেগ তৈরি হয় সমর্থকদের মধ্যে।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আকাশ দীপ জানান, রোহিতের চোট গুরুতর নয়। চতুর্থ টেস্টে তাঁর খেলতে সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। আকাশ বলেছেন, “ক্রিকেটে এই ধরনের চোট খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মনে হচ্ছে, অনুশীলনের পিচটা সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য তৈরি। বল খুব একটা উঠছে না। সে জন্যই লেগেছে। তবে গুরুতর কিছু নয়।

রবিবারের অনুশীলনে ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যই যোগ দিয়েছিলেন। যশপ্রীত বুমরা বেশ কিছু ক্ষণ ব্যাটারদের বল করেন। তবে উল্লেখযোগ্য হল নতুন বলে দীর্ঘ সময় বল করানো হয়েছে আকাশ এবং মহম্মদ সিরাজকে দিয়ে। দু’জনের বল খেলতেই সমস্যায় পড়েছেন ব্যাটারেরা। কোহলি অনুশীলন করলেন মূলত বাইরের বলে এবং স্পিনারদের বিরুদ্ধে। ওয়াশিংটন সুন্দর এবং রবীন্দ্র জাডেজা বল করেন তাঁকে।

প্রায় দু’ঘণ্টার অনুশীলনের কিছু সময় ব্যাটারদের আগ্রাসী মেজাজে দেখা গিয়েছে। সোমবার ক্রিকেটারদের অনুশীলনে ছুটি দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির চতুর্থ টেস্ট। তিন টেস্টের পর ফল ১-১। টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠতে হলে ভারতের আর কোনও টেস্ট হারা চলবে না।

উৎসাহ, উদ্দীপনা ও একতার সাথে সাই-এর সাইক্লিং সানডে উদযাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাধারঘাটে স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সাই-এর সাইক্লিং সানডে উদযাপন করা হয়েছে। ভারতের

সাইক্লিং দিবসের অনুপ্রেরণামূলক এই উদযাপনে, আগরতলার রাস্তায় একটি প্রাণবন্ত চার কিলোমিটার সাইক্লিং র‍্যালি প্রত্যক্ষ করেছে, যা ফিটনেস এবং দূষণমুক্ত ভবিষ্যতের জন্য দেশব্যাপী আহ্বানের প্রতিধ্বনি করছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের নেতৃত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সর্বস্তরের সাইক্লিং উৎসাহীদের একত্রিত করেছিল। আয়োজক ছিল কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর সূর্যকান্ত পাল, এস টি সি ইন চার্জ অরিন্দম গগৈ এবং আগরতলা সাইক্লোহলিক্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সকাল ৭ টায় দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মূল ফটক থেকে এই সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়েছিল। এবারের থিম ছিল স্বাস্থ্য, ফিটনেস এবং পরিবেশগত সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ’প্যাডাল ফর ফিটনেস এবং একটি দূষণ-মুক্ত ভবিষ্যত।’ ৪৮ জন সাইক্লিস্ট উৎসাহের সাথে ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন, সাইকেল চালানোকে পরিবহনের একটি টেকসই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেন। র‍্যালিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অন্যান্য সম্মানিত প্রতিনিধিরা ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আবার হার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

খারাপ সময় কাটছে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। প্রিমিয়ার লিগে আরও একটি ম্যাচ হারল তারা। আগের ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হারতে হয়েছিল তাদের। এ বার অ্যাস্টন ভিলাও তাদের হারিয়ে দিল। এই হারের ফলে আরও চাপ বাড়ল সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। কেভিন দ্য ব্রুইনকে ছাড়াই ভিলার বিরুদ্ধে দল সাজিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। আক্রমণের দায়িত্ব ছিল আর্লিং হালান্ড, জ্যাক গ্রিলিশ, ফিল ফডেনদের উপর। ছিলেন বের্নার্দো সিলভা, কোভাচিচ, গুন্ডোগানদের মতো ফুটবলার। তার পরেও হতাশ করল সিটি। বলের দখল তাদের বেশি ছিল। গোল লক্ষ্য করে শটও বেশি মেরেছিল সিটি। কিন্তু কাজের কাজ, অর্থাৎ গোলটাই করতে পারল না তারা। আর্জেন্টিনার সোনার গ্লাভসজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে এক বারের বেশি পরাস্ত করতে পারল না ম্যান সিটি। তার খেসারত তাদের দিতে হল।

ম্যাচের ১৬ মিনিটের মাথায় ভিলাকে এগিয়ে দেন জন ডুরান। আরও এক বার ব্যর্থ সিটির রক্ষণ। বার বার বিপদ তৈরি হল তাদের বক্সে। প্রথমার্ধে আর গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে ৬৫ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ায় ভিলা। গোল করেন মর্গ্যান রজার্স। চাপ বাড়ছিল গুয়ার্দিওলার উপর। পরিবর্ত হিসাবে কাইল ওয়াকার, জেরেমি ডোকুদের নামিয়ে দেন তিনি। তবু লাভ হয়নি। সংযুক্তি সময়ে ফডেন একটি গোল করলেও তা কাজে লাগেনি। ১-২ গোলে হারতে হয় ম্যান সিটিকে।

এই হারের ফলে পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ১৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৭। সিটিকে হারিয়ে তাদের টপকে পাঁচ নম্বরে উঠল ভিলা। ১৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৮। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ১৫ ম্যাচে ৩৬। অর্থাৎ, দু’ম্যাচ কম খেলে সিটির থেকে ৯ পয়েন্ট এগিয়ে তারা।

প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় প্রথম চারটি দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। পাঁচ নম্বর দল খেলে ইউরোপা লিগ।

শুভদীপ, কিষানের দাপটে অরুণাচলকে চাপে রেখে ইনিংস সহ জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

অরুনাচল প্রদেশে -৫৩ ত্রিপুরা- ২৫৪/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই বিজয় পতাকা কার্য্যত উড়ালো ত্রিপুরা। এমন কোনও অঘটন না ঘটলে অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধেও ইনিংসে জয় পেতে চলেছে ত্রিপুরা। এবং ম্যাচ সম্ভবত শেষ হবে দুই দিনেই। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। কটকের এম জি এম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে ২০১ রান।

অরুনাচল প্রদেশের গড়া মাত্র ৫৩ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৮ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান করে।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি গ্রুপের সবথেকে নীচের সারিতে থাকা দল অরুনাচল প্রদেশ। পূর্বোত্তরের পাহাড়ি ওই রাজ্যটি ২১.২ ওভার ব্যাট করে মাত্র ৫৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের উইকেটরক্ষক তথা ব্যাটসম্যান তেচি তোমা যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতো তাহলে অরুনাচলের স্কোর ২৫ রানের গন্ডি পার হতো না। তেচি ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। এছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। ত্রিপুরার পক্ষে শুভদীপ পাল ৯ রানে ৪টি, কিষান সরকার ১০ রানে ৩ টি এবং পৃথ্বিরাজ গোপ ১৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৬৮ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান করে। বল হাতে সাফল্য পাওয়ার পর ব্যাট হাতেও দলকে ভরষা জোগালো কিষান সরকার এবং শুভদীপ পাল। দিনের শেষে ৫৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে যায় কিষান। শুভদীপ ৪১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে যায়। নবম উইকেটে দুজন ৯৪ বল খেলে ৮২ রান যোগ করে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৫৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, দলনায়ক রাজদীপ দেবনাথ ৮৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ এবং আধি দেবনাথ ৭৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রান করে। অরুনাচল প্রদেশের পক্ষে তাম্মা ৫৫ রানে ৩ টি এবং এমস ৩৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয়ে ফিরল মডার্ন কোচিং সেন্টার

ব্লাডমাউথ - ৩২ মডার্ন একাডেমি - ৩৬/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। জয়ে ফিরলো মডার্ণ ক্রিকেট আকাডেমি। পরাজিত করলো আসরের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। রবিবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে হয় ম্যাচটি। আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় মডার্ন ক্রিকেট আকাডেমি। অপরদিকে দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই পরাজিত হয় ব্লাড মউথ ক্লাব। এ দিন সকালে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ণের বোলারদের সারাশি আক্রমণের মুখে ২২ গজের লুটেপড়ে ব্লাড মউথের ক্রিকেটাররা।

দল মাত্র ৩২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ নয় রান করে রণবীর রুদ্র পাল। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির পক্ষে প্রনদীপ সাহা ৮ রানে এবং দেবানু রুদ্র পাল আট রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। এছাড়া দলের পক্ষে নৈতিক দেবনাথ পাঁচ রানে এবং দীপঙ্কর বিশ্বাস আট রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি ৩৬ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অনুজিৎ দেবনাথ ২৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে কুড়ি রানে এবং প্রণদীর সাহা ১১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

ত্রিপুরা, উড়িশার মহিলাদের প্র্যাকটিস ম্যাচ সম্পন্ন, ক্রিকেটাররা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কাগজে-কলমে প্র্যাকটিস ম্যাচ হলেও মাঠে কিন্তু খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াই লক্ষ্য করা গেছে।ওড়িশার মহিলা ক্রিকেটাররা কদিনের সফরে আগরতলায় এসে ত্রিপুরার ক্রিকেট দলের সাথে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে। ১৮ ডিসেম্বর ও ১৯ ডিসেম্বর পরপর দুদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে দুটি সেশনে ত্রিপুরা দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার পর, ২০ ডিসেম্বর বিশ্রামে ছিল। অতঃপর শনিবার থেকে শুরু করে পুনরায় দুদিন প্র্যাকটিস ম্যাচ আজ শেষ হয়েছে। খেলা শেষে মাঠে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দুদলের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, আম্পায়ার স্কোরারদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়র পাশাপাশি সুদৃশ্য স্মারকে খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, সম্পাদক সুব্রত দেব, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

ভিসা নিয়ে সমস্যা করত ভারত! আক্রমণ পাক ক্রিকেটারের

অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কেটেছে। হাইব্রিড মডেল-এ হবে প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ, ভারত তাদের সব ম্যাচ অন্য দেশে খেলবে। বাকি সব খেলা হবে পাকিস্তানে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতকে নিশানা করলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ। তাঁর অভিযোগ, মাঠে খেলতে নামলেও হয়তো ভিসা নিয়ে সমস্যা করত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

শেহজাদের দাবি, পাকিস্তানে খেলা হলে ভারত কোনও না কোনও ভাবে ঠিক সমস্যা করে। এ বারও সেটাই দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, “সীমান্তে একটা স্টেডিয়াম বানান। যার এক দিকের দরজা ভারতের দিকে থাকবে। অন্য দিক পাকিস্তানে। দু’দিকের ক্রিকেটারেরা নিজেদের দেশ দিয়েই ঢুকবে। তার পরেও ভারত সমস্যা করবে। বলবে, মাঠে যদি পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা ভারতের দিকে চলে আসে তা হলে ওদের ভিসা দেব না।”

ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও সমালোচনা করেছেন শেহজাদ। তাঁর মতে, পাক বোর্ডের উচিত ছিল নিজেদের দাবিতে অনড় থাকা। তিনি বলেন, “পাকিস্তানের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ ছিল। ২০২১ সালে আইসিসি পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছিল। তা হলে কেন পাকিস্তান চাপে পিছু হটল। ভারতকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার এটাই শেষ সুযোগ ছিল। এর পর থেকে আর সেই সুযোগ পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে তেমন বড় প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্বও আর দেওয়া হবে না।”

পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ার পরেই বেঁকে বসেছিল ভারত। বিসিসিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। নিরপেক্ষ কোনও দেশে খেলা আয়োজনের আবেদন জানিয়েছিল তারা। পাকিস্তান প্রথমে এতে রাজি ছিল না। অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তারা রাজি হয়। তবে তারা পাল্টা দাবি জানায় যে, ভারতে কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতা হলে তারাও এ দেশে আসবে না। নিরপেক্ষ দেশে খেলবে। পাকিস্তানের সেই দাবিও মেনে নিয়েছে আইসিসি। আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত দু’দেশ দু’দেশের মাটিতে খেলতে যাবে না।

প্রথমে ঠিক ছিল, নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিজেদের ম্যাচ খেলবে ভারত। কিন্তু পাকিস্তানের তাতে আপত্তি রয়েছে।

গ্রেফতারি পরোয়ানা! মুখ খুললেন উথাপ্পা

মুখ খুললেন রবিন উথাপ্পা। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের সংস্থার কর্মীদের বেতন থেকে টাকা কাটলেও কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলে (এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড) জমা দেননি। ২৩ লাখ টাকার বেশি প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে উথাপ্পার বিরুদ্ধে। উথাপ্পার দাবি, এই দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। কারণ, যে সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তিনি সেই সংস্থার সঙ্গে আর যুক্ত নন।

আত্মপক্ষ সমর্থনে উথাপ্পা জানিয়েছেন, তিনি ওই সংস্থার সঙ্গে আগে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অনেক বছর আগে সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। উথাপ্পা বলেন, “২০১৮-১৯ সালে আমাকে ওই সংস্থার ডিরেক্টর করা হয়েছিল। কারণ, আমি ওই সংস্থায় বিনিয়োগ করেছিলাম। ডিরেক্টর হলেও আমি সরাসরি ভাবে কোনও দিন ওই সংস্থার কাজকর্মের মধ্যে যুক্ত ছিলাম না। কারণ, পেশাদার ক্রিকেটার, টেলিভিশনে কাজ ও ধারাভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমার সময় ছিল না। আমি আরও অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কোথায় আমি কোনও ভূমিকা পালন করিনি।”

উথাপ্পা জানিয়েছেন, তিনি ওই সংস্থায় যে আর্থিক বিনিয়োগ করেছিলেন, তা ফেরত পাননি। সেই কারণে তিনি নিজেই সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, “আমি যে টাকা ওই সংস্থায় দিয়েছিলাম তা ফেরত পাইনি। ফলে আমি নিজেই ওদের বিরুদ্ধ আইনি পদক্ষেপ করেছিলাম। সেই মামলা এখন বিচারাধীন। বহু বছর আগে আমি ডিরেক্টরের পদ থেকে পদত্যাগও করেছি।”

প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ আগেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সব রকম সাহায্য করেছেন বলেও দাবি করেছেন উথাপ্পা। তিনি বলেন, “পিএফের টাকা জমা না দেওয়া নিয়ে এর

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের জিএসডিপি ও গড় মথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। সমবায়কে সামনে রেখে রাজ্যের জিএসডিপি এবং গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত সমবায় সম্মেলন - ২০২৪ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে রাজ্যের জিএসডিপি ৮.৯ শতাংশ এবং গড় মাথাপিছু আয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৭৩ টাকা। যা ২০২৩ সালের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে আমাদের রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আজকের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায়কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশিকা পাওয়া যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় একটি করে দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সমবায় দপ্তর কাজ করছে। এছাড়াও আগামী পাঁচবছরে রাজ্যে ৭৪১টি বহুমুখী প্যাকস এবং ২১৯টি দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরফলে গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী যেমন হবে তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুসারে রাজ্যের প্রতিটি ল্যাম্পস ও প্যাক্সে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত প্যাক্সগুলোকে জাতীয় ডাটাবেসে আনার কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলোতে ই-পরিষেবা আরও ভালভাবে প্রদানের লক্ষ্যে কমন সার্ভিস সেন্টারগুলোকে সমবায়ের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও পেট্রোলপাম্প খোলার জন্যও প্যাক্সগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আয়কর ছাড় দেওয়ার বিষয়েও রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নেও সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মাসুরাই পাড়ায় জনসভায় ১৩টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, দুই সাংসদ সহ অন্যান্য অতিথিরা।

সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ২৯শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগামী ২৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলন চলবে তিন দিনব্যাপী। সম্মেলনের উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ২৯ জানুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশ হবে। এই রাজ্য সম্মেলনে অঞ্চল কমিটি ও মহকুমা কমিটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সমর্থকরা অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি দিল্লি থেকে সিপিআইএম পুলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দ কারাত, প্রকাশ কারাত এবং অশোক ধাওলে সম্মেলনে যোগদান করবেন। এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারী জীর ১২১ তম শুভ আবির্ভাব দিবস ২৫ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগামী ২৫ ডিসেম্বর বুধবার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারী জীর ১২১ তম শুভ আবির্ভাব দিবস। এই উপলক্ষে আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করেছে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ।

এক বিবৃতিতে সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় জানিয়েছেন, ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টা ভাগবত পাঠ। ৬.৩০''এ গঙ্গা আনয়ন ও মহানাম মহাযজ্ঞ ''র শুভ অধিবাস কির্তন। ২৫ ডিসেম্বর ভোর ৪.৩০ মিনিটে জাগরণ, মঙ্গল আরতি, নগর কির্তন , সমবেত গুরুবন্দনা ও উদয়- অস্ত শ্রীশ্রী মহানাম মহাযজ্ঞ। দুপুর ১২ টা ভোগ আরতি ও ৩টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাম যজ্ঞের বিশ্রাম , প্রদীপ প্রজ্বলন ও সন্ধ্যা আরতি। ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় কূপনের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের উদ্যোগে এই বছর ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শাখা কেন্দ্রে কূপনের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

ব্রু-সম্প্রদায়ের রিয়াং জনজাতিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ৩৮ হাজার ব্রু-সম্প্রদায়ের রিয়াং জনজাতিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি দলের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এই বিষয়টি অমিত শাহের কাছে খুব সন্তুষ্টির বিষয়। আজ ধলাই জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধনে গিয়ে এই কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ধলাই জেলার হাদুক লাউ পাড়ায় ব্রু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার চুক্তির বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ধলাই জেলা সফরকালে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ,পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব , পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ কৃতি সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

এদিকে, রবিবার ধলাই জেলার কুলাইয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে ৬ টি নতুন প্রকল্প। পাশাপাশি আরও ৭টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। মোট ১৩ টি প্রকল্পে সর্বমোট ব্যয় হবে ৬৬৮.৩৯ কোটি টাকা। উদ্বোধন শেষ তিনি রাজ্যের বিভিন্ন দিক সহ ব্রু- জনজাতি জীবনযাপনের উন্নয়ন সম্পর্কে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২৫ বছর ধরে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন ব্রু-সম্প্রদায়ের জনজাতিরা। এক সেডের নিচে অনেকগুলো পরিবার একসাথে বাস করতে হতো। তাদের কোন শৌচালয়ের ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, এমনকি খাদ্য ও পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থাও ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির শাসন চলাকালীন জনজাতিদের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি। তাই তারা উন্নয়নের দিকেও পিছিয়ে ছিল। পরবর্তীতে যখন ত্রিপুরায় পরিবর্তন হলো এবং ভাজপা সরকার ক্ষমতায় এলো তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ব্রু-শরণার্থী ৪০ হাজার জনজাতির থাকার ব্যবস্থা করা হলো। ভাজপা সরকার ব্রু-জনজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা, রোজগারের ব্যবস্থা শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, মহিলাদের জন্য বিভিন্ন বিশেষ ব্যবস্থা কথা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। এতে রাজ্যের জনজাতিদের মধ্যে উন্নয়ন ঘটেছে।

এছাড়াও বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। ১৯৯৮ সাল থেকে পশুর থেকেও খারাপ জীবনযাপন করা ব্রু- শরণার্থীরা ৯০০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আজ যান দূর্ঘটনায় দুইজন যুবক সহ একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে। বিশালগড় থানার অন্তর্গত লেম্বুতুলী এলাকায় একটি মারুতি অল্টো ও ট্রিপার গাড়িতে সংঘর্ষে আহত হন তাঁরা। বিশালগড় থানার পুলিশ দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শন করে একটি মামলা নিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে মধুপুরের দিক থেকে টিআর০১ওয়াই১৭৮৬ নম্বরের একটি মাটি বুঝাই ট্রিপার গাড়ি করে লেম্বুতলী এলাকায় পৌঁছাতেই অপর দিক থেকে টিআর০১একে০২৮৪ নম্বরের একটি মারুতি অল্টো তীব্র গতিতে এসে ট্রিপারে সজোরে ধাক্কা মারে। এই ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয়রা মারুতি গাড়িতে থাকা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে দমকল বাহিনীকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রিপার গাড়ির আহত একজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন রমেন দেববর্মা, বিশ্বলক্ষী দেববর্মা, বিধুরাম দেববর্মা। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত সিপিআই নেতা মনোরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রয়াত বর্ষিয়ান কমিউনিস্ট নেতা, সিপিআই রাজ্য কন্টোল কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন বসাককে আজ চোখের জলের বিদায় জানান দলীয় নেতৃত্বরা। তার সকটবাহী মরদেহ সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় দপ্তর রাখাল রাজকুমার ভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে লাল পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিআই রাজ্য সহ-সম্পাদক মিলন বৈদ্য, পার্টির রাজ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করল ২০৫ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ ডিসেম্বর।। লাটিয়াপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস দলের এক কর্মীসভায় যোগদান কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান বিজেপি এবং অন্যান্য দল ত্যাগ করে প্রায় ৬০ পরিবারের ২০৫ জন ভোটার এদিন কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ বদরুজ্জামান।

কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা আলোচনা করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমালোচনা করে বলেন আমাদের দেশে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এ কারণেই বাংলাদেশের মতো ছোট ছোট দেশগুলি ভারতকে হুমকি দেয়। কংগ্রেসের হাতেই একমাত্র ভারতবর্ষ নিরাপদ। কংগ্রেস সরকার যতদিন কেন্দ্রে ছিল ততদিন বৈদেশিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লিভ সেলারি নগদে মিটিয়ে দেওয়া ও পেনশন বৃদ্ধির দাবি অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আজ পেনশনার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও টিআরটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে লিভ সেলারি নগদে মিটিয়ে দেওয়া ও পেনশন বৃদ্ধির দাবি জানায় এসোসিয়েশনের সদস্যরা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা স্টেট গভঃ আন্ডার টেকিং ইপিএফ পেনশনার এসোসিয়েশনের অন্তর্গত টিআরটিসি পেনশনারদের লিভ সেলারি প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। ওই দাবিকে সামনে রেখে উচ্চ আদালত লিভ সেলারি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রায় প্রদান করেছিলেন। উচ্চ আদালতের রায়টি রাজ্য সরকার ও টিআরটিসি কর্তৃপক্ষকে ১৯৯৫ থেকে আরটিসি পেনশনারদের লিভ সেলারি দিতে বাধ্য করে। কিন্তু এখনো ওই অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হয়নি।

আজকে ইপিএফ পেনশনার এসোসিয়েশনের সদস্যরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবছরের মধ্যে তাদের লিভ সেলারি নগদে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের পেনশন ২০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করারও দাবি রাখেন পেনশনার এসোসিয়েশনের সদস্যগণ।

এসোসিয়েশনের জনৈক সদস্য উষ্মা প্রকাশ করেন, বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় আসার আগে পেনশনার এসোসিয়েশনের সমস্যাগুলো মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখনো সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় নি। তবুও সরকারকে কোনো দোষারোপ করতে চাইছেন না তারা। তাদের একটাই দাবি পেনশোনারদের ন্যায্য পাওনা অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা যেন সরকার করে দেন। আজ সভায় সাংবাদিকদের মধ্য দিয়ে এই দাবি তুলে ধরে পেনশনার এসোসিয়েশন।

রাজ্য কর্মচারী সংঘ গোমতী জেলা ও উদয়পুর মহকুমা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ ডিসেম্বর।। আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ গোমতী জেলা ও উদয়পুর মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবি শীতল চন্দ্র মজুমদার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএম এস ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি দেবশ্রী কলই। ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি পার্থ পাল, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বিশ্বাস, আয়োজক কমিটির কনভেনার তপন মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত উত্তরপ্রদেশের কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। রাজভবনে আজ সন্ধ্যায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন উত্তরপ্রদেশের কারিগরি শিক্ষা ও ভোক্তা সুরক্ষা মন্ত্রী আশীষ সিং প্যাটেল ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল দেব আগরওয়াল।

সৌজন্য সাক্ষাতের সময় উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আগামী ১৩ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় যোগদান করার জন্য রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এনইসির প্লেনারি সেশনে ব্রাত্য রাজ্যের সাংবাদিকরা, প্রতিবাদে সরব আগরতলা প্রেসক্লাব ও জার্নালিস্ট ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালদের উপস্থিতিতে আগরতলায় এনইসির প্লেনারি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই প্লেনারি সেশনের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য রাজ্যের সাংবাদিকদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ বহিঃরাজ্যের বহু সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাব সহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন সরকারের এই ধরনের ভূমিকার উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে আগরতলা প্রেস ক্লাব উল্লেখ করেছে যে, রাজ্যের সাংবাদিকরা আন্তর্জাতিক, জাতীয়স্তরে বহু গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। একটা গৌরবজনক ইতিহাসও রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের নিজের শহরে এনইসি প্লেনারির সংবাদ সংগ্রহ করার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুঃখের ও পরিতাপের। আগরতলা প্রেসক্লাব সরকারের এই ধরনের ভূমিকায় উদ্বিগ্ন।

একইভাবে ত্রিপুরা মিডিয়া সোসাইটি ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেই বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য রাজ্য সরকারকে আবেদন জানিয়েছে সংগঠন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করতে বহিঃরাজ্য থেকে ১৮ জন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাদের জন্য গ্রীন কার্ড ইস্যু করা হয় এবং ফাইভ স্টার হোটেলে থাকা-খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

তবে অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশাজনক বিষয় হলো, ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো সাংবাদিককে এই প্লেনারি সেশনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রজ্ঞা ভবনে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। এই আচরণ রাজ্যের সাংবাদিক সমাজের প্রতি চরম অবমাননা ও অসম্মান প্রদর্শন করে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংগঠন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।